Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Bhadra 03, 1433 Bangla, August 18, 2026, Tuesday, No. 224, 56th year

H I G H L I G H T S

Saudi Crown Prince and PM Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud has invited PM Tarique Rahman to visit Saudi Arabia to discuss ways to strengthen bilateral relations. [BBC: 03]

Indian HC to Bangladesh Dinesh Trivedi has expressed optimism that PM Tarique Rahman should visit India much sooner; saying direct engagement between two countries' leaders can resolve bilateral issues. [DW: 12]

Prime Minister's Office Spokesperson Mahdi Amin has said that government is working relentlessly over six months to fulfil every commitment in its election manifesto. [BBC: 06]

Information and Broadcasting Minister has said Bangladeshi nationalism is the strongest political philosophy for uniting all people of country. [Jago FM: 21]

State Minister for LGRD & Cooperatives has said, local govt. elections at city corporations, municipalities, zila parishads, upazila parishads & union parishads will be completed within current fiscal year. [R. Today: 23]

Government has decided to change the fiscal year cycle from July 1-June 30 to April 1-March 31, with the new timeframe taking effect from FY 2028-29. [BBC: 09]

Production in various industries, including textile mills, dyeing & finishing factories, has almost come to a halt due to severe gas crisis. Industrialists describe this continuous gas shortage as 'unprecedented'. [BBC: 07]

Seven more children have died across country with suspected measles. [BBC: 06]

US President Donald Trump has threatened to bomb Oman if it "stands in the way" of ongoing negotiations with Iran. [BBC: 10]

Director: 44813046	Deputy News Controller: 44813048 44813179	Assistant News Controller: 44813047 44813178

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
ভাদ্র ০৩, বাংলা ১৪৩৩, আগস্ট ১৮, ২০২৬, মঙ্গলবার, নং- ২২৪, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করার উপায় নিয়ে আলোচনার জন্য সৌদি যুবরাজ ও প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন সালমান বিন আব্দুল আজিজ আল সৌদ প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে সৌদি আরব সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। [বিবিসি: ০৩]

তারেক রহমানের ভারত সফর আরো দ্রুত হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী। তিনি বলেন, দুই দেশের সরকার প্রধান সরাসরি বৈঠকে বসলে দ্বিপক্ষীয় সমস্যার সমাধান সম্ভব। [ডয়চে ভেলে: ১২]

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র মাহদী আমিন বলেছেন, গত ৬ মাস ধরে সরকার নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। [বিবিসি: ০৬]

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেছেন, বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদই দেশের সব মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক দর্শন। [জাগো এফএম: ২১]

চলতি অর্থবছরের মধ্যেই সিটি করপোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদসহ পাঁচ স্তরের স্থানীয় সরকার নির্বাচন সম্পন্ন করা হবে - জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী। [রে. টুডে: ২৩]

দেশের প্রচলিত অর্থবছরের নিয়মে পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে সরকার। এর ফলে আগামী ২০২৮-২৯ অর্থবছর থেকে ১ জুলাই-৩০ জুনের পরিবর্তে ১ এপ্রিল-৩১ মার্চ অনুযায়ী সরকারের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হবে। [বিবিসি: ০৯]

সারাদেশে তীব্র গ্যাস সংকটে টেক্সটাইল মিল, ডাইং ও ফিনিশিং কারখানাসহ বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে উৎপাদন প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। গত ২০ দিন ধরে চলমান এই গ্যাস সংকটকে 'নজিরবিহীন' বলে মনে করছেন শিল্পমালিকরা। [বিবিসি: ০৭]

সারাদেশে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও সাত শিশুর মৃত্যু। [বিবিসি: ০৬]

ইরানের সঙ্গে চলমান আলোচনায় `বাধা হয়ে দাঁড়ালে, যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র দেশ ওমানে বোমা হামলার হুমকি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। [বিবিসি: ১০]

বিবিসি

তারেক রহমানকে সৌদি আরব সফরের আমন্ত্রণ সৌদি প্রধানমন্ত্রীর

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে সৌদি আরব সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সৌদি আরবের যুবরাজ ও প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন সালমান বিন আবদুল আজিজ আল সৌদ। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় জানিয়েছে, সচিবালয়ে আজ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে এ আমন্ত্রণপত্র হস্তান্তর করেছে বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ড. আবদুল্লাহ জাফের এইচ. বিন আবিয়াহ। পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৬.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

বিন্না ঘাসের ব্যবহার নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সভা

বিন্না ঘাস কোন কোন প্রকল্পে ব্যবহার করা যায়, তা পর্যালোচনার জন্য অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীরের নেতৃত্বে একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। এই কমিটিতে শিক্ষক ও গবেষক ড. মোহাম্মদ শরীফুল ইসলামকে রাখা হয়েছে। তিনি আজ এক সভায় এই ঘাসের ব্যবহার নিয়ে একটি প্রস্তাবনা তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে হওয়া এক সভায়। সভায় পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে এই ঘাসের ব্যবহার বিষয়ে একটি গাইডলাইন তৈরির সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। সভায় জানানো হয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাঁধ ভাঙন মোকাবিলায় এই বিন্না ঘাসের ব্যবহার হচ্ছে। বিন্না ঘাসের লম্বা মূল বা শিকড় খুব দ্রুত মাটির গভীরে প্রবেশ করে এবং মাটিকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে রাখে। এছাড়া প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ও তীব্র গরমসহ প্রতিকূল পরিবেশেও এই ঘাস বেঁচে থাকতে পারে। পানিতে ডুবে থাকলেও এটি পচে না এবং লবণাক্ত পানিতেও টিকে থাকতে পারে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৬.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

তারেক রহমানের বিএনপি সরকারের প্রথম ছয়মাস কেমন কাটল?

চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের ঠিক দেড় বছর পর চলতি ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পায় বিএনপি। প্রায় দুই দশক পর আবার ক্ষমতায় আসা বিএনপি সরকারের ছয় মাস পূর্তি হয়েছে। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি শপথ নেওয়ার একদিন পর তারেক রহমানের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে তিন অগ্রাধিকার ঠিক করে সরকার। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা। এরপর কেটেছে ১৮০ দিন। স্বাভাবিকভাবেই সেই অগ্রাধিকারের বিষয়গুলো কতখানি বাস্তবায়ন হয়েছে, ছয়মাস পরে সেই প্রশ্নই সামনে আসছে। কেননা, গত ছয় মাসে দ্রব্যমূল্য, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কিংবা বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিয়েই মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নেতিবাচক প্রক্রিয়া দেখা গেছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, সামাজিক উন্নয়নে ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ডসহ বিএনপি সরকারের বেশ কিছু পদক্ষেপ ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে। রাজনৈতিক সংস্কার বিশেষ করে জুলাই সনদ বাস্তবায়নে গণভোটের রায়কে গুরুত্ব না দেওয়ায় রাজনৈতিক সংকট তৈরির একটা শঙ্কাও দেখছেন বিশ্লেষকরা। তবে সরকারের দাবি, বিএনপি সরকারের ছয় মাসের যে লক্ষ্যমাত্রা যা ছিল, তা মোটামুটি শতভাগের কাছাকাছি অর্জিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের রাজনৈতিক উপদেষ্টা রুহুল কবির রিজভী বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, "নির্বাচনের আগে বিএনপি যে অঙ্গীকার করেছিল আমরা কী কী করবো, সেটা এখন বাস্তবায়িত হচ্ছে। গত ছয় মাসে সরকারের যে লক্ষ্যমাত্রা ছিল, আমি মনে করি তার অধিকাংশই পূর্ণ হয়েছে।„ বিএনপি সরকার গঠনের পর- সরকার ও বিরোধী দলীয় সংসদদের ট্যাক্স ফ্রি গাড়ি না নেওয়া কিংবা রাষ্ট্রীয় খরচ কমাতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বেশ কিছু উদ্যোগও সাধারণ মানুষের কাছে প্রশংসিত হয়েছে।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখন কেমন?

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় থেকেই দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে নানা আলোচনা-সমালোচনা চলছে। বিশেষ করে সারাদেশে নানা অপরাধ কর্মকাণ্ড ও 'মব ভায়োলেন্স' নিয়ে তীব্র সমালোচনা রয়েছে তখন থেকেই। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়লাভ করে বিএনপি সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর গত ছয় মাসে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুব একটা উন্নত হয়নি বলেও জনমনে নানা প্রশ্ন রয়েছে। বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে থাকে বেসরকারি সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্র। সংস্থাটির এই বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত সময়ের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই ছয় মাসে গণপিটুনি, রাজনৈতিক সংঘাত, সাংবাদিকদের ওপর হামলা এবং কারাগারে মৃত্যুর অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছে। এই ছয় মাসে বিচার-বর্হির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে নয়টি। কারাগারে বন্দি বা বিচারাধীন থাকার সময় মৃত্যু হয়েছে ৫৫ জনের, ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ৩৬৫টি। এই বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত সময়ে মব সহিংসতায় মারা গেছে ১২০ জন। বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে আরেকটি সংস্থা হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি বা এইচআরএসএস নামের একটি সংগঠন।

যদিও তাদের রিপোর্টে জানুয়ারি মাসের অপরাধ ও আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত তথ্যও যুক্ত রয়েছে। উল্লেখ্য জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিল ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার। এইচআরএসএস-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত বছরের প্রথম ছয় মাসে ৫২৯টি রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনার বিপরীতে চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে এই সংখ্যা ছিল ৮৩০টি। ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, জানুয়ারি থেকে জুন- এই ছয় মাসে ১,৬২১ জন নারী সহিংসতার শিকার হয়েছেন, যা গত বছরের একই সময়ের ১,০৪২টি ঘটনার তুলনায় ৫৬ শতাংশ বেশি। এছাড়াও আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ক্যাম্পাসগুলো ক্ষমতাসীন ছাত্রদল ও শিবিরের মধ্যে কয়েক দফা সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। বিভিন্ন স্থানে বিরোধী দল এনসিপি ও জামায়াতের ওপর হামলার ঘটনাও ঘটেছে গত কয়েক মাসে। অপরাধ বিশ্লেষকরা বলছেন, নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখনো ভঙ্গুর অবস্থায় রয়েছে। মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিমিনোলজি অ্যান্ড পুলিশ সায়েন্সের শিক্ষক অধ্যাপক মুহাম্মদ উমর ফারুক বিবিসি বাংলাকে বলেন, "শুরুতে সরকারের মধ্যে যে কনসার্ন ছিল, ধীরে ধীরে সে জায়গায় আসতে পারেনি। গত ছয় মাসে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি প্রত্যাশিত জায়গায় এখনো পৌঁছায়নি।„ তিনি মনে করেন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সরকারের বিশেষ কোন পরিকল্পনা না থাকায় অপরাধ প্রবণতা কমছে না। যে কারণে- খুন, চাঁদাবাজি, নারীর প্রতি সহিংসতা কিংবা ধর্ষণের মতো ঘটনাগুলোও বেড়ে চলছে।

অর্থনৈতিক সংস্কার কত দূর?

গত ফেব্রুয়ারিতে বিএনপি সরকার যখন দায়িত্ব নেয়, তখনও দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ভঙ্গুর অবস্থার মধ্যেই ছিল। উচ্চ সরকারি ঋণ, দুর্বল ব্যাংকিং খাত ও বিনিয়োগ সংকট শুরু থেকেই সরকারের জন্য বড়ো চাপ তৈরি করেছে। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় থেকেই দেশের অর্থনীতি নানা চ্যালেঞ্জের মধ্যদিয়ে গেছে। বিশেষ করে, মূল্যস্ফীতি দীর্ঘদিন ধরে দুই অঙ্কে অবস্থান করছিল। বিনিয়োগের স্থবিরতা, কর্মসংস্থান সৃষ্টির ধীরগতি, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের সংকোচন, ব্যাংকিং খাতের দুর্বলতা এবং জনসেবার অবনতিতে মানুষের উদ্বেগ বাড়ছিল। পরবর্তীতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারও অর্থনৈতিক খাতের উন্নয়নে বেশ কিছু পদক্ষেপও গ্রহণ করেছিল। সিপিডির নির্বাহী পরিচালক অর্থনীতিবিদ ফাহমিদা খাতুন মনে করেন, ভঙ্গুর অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে উত্তরণে নতুন সরকারের জন্য ছয় মাস খুব বেশি সময় না হলেও সেটি একেবারে কম সময়ও না। মিজ খাতুন বিবিসি বাংলাকে বলেন, "আমরা দেখেছি সরকার প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের দিকে হাঁটছে। বিশেষ করে ব্যাংকিং খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হয়েছে। আগের মার্জ করা পাঁচটি ব্যাংককে কার্যকরে চেষ্টা করেছে। এটি একটি ইতিবাচক দিক।„ তা সত্ত্বেও দ্রব্যমূল্য পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়নি। সামাজিক নিরাপত্তা খাতে নেওয়া কিছু পদক্ষেপে সরকার যেমন ইতিবাচক বার্তা দিতে পেরেছে, তেমনি কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগসহ বেশি কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে সমালোচনার মুখেও পড়েছে বলেও মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা। তাদের মতে, বর্তমান সরকারের ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ডের মতো সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমগুলো সরকারের ইতিবাচক কর্মকাণ্ডের একটি চিত্র তুলে ধরে। তবে বিনিয়োগ কিংবা নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয়গুলোতে এখনো ঘাটতির রয়েছে বলেও মনে করছেন বিশ্লেষকরা। অর্থনীতিবিদ মিজ খাতুন বলছিলেন, "অনেক শিল্প কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অভাব ছিল। সরকার বন্ধ কারখানা চালু করার জন্য একটা ফান্ড তৈরি করেছে। অপচয় না হলে ফলাফলটা দেখা যাবে। ফলে কারখানা চালু হলে কর্মসংস্থানও তৈরি হবে।„ বাংলাদেশে গত চার বছর ধরে মূল্যস্ফীতি বেড়েই চলছে। ফলে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বাড়ছে। যাতে নিম্ন ও সাধারণ আয়ের মানুষের এ নিয়ে অসন্তোষ আছে। অর্থনীতিবিদ মিজ খাতুন বিবিসি বাংলাকে বলেন, "মূল্যস্ফীতি ও জীবন যাত্রার উচ্চ ব্যয়ের চাপটা কিন্তু রয়েই গেছে। আর্থিক নীতি, বাজার ব্যবস্থাপনা এসবের সম্মিলিত উদ্যোগ না নেই, তাহলে মূল্যস্ফীতি কিন্তু কমবে না।„

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি পরিস্থিতি

বর্তমান সরকারের ছয় মাস মেয়াদে যে সব বিষয়গুলো সরকারকে সবচেয়ে ভোগান্তিতে ফেলেছে, তার মধ্যে বিদ্যুৎ খাত ছিল অন্যতম। বিশেষ করে লোডশেডিং এবং ভুতুড়ে বিদ্যুৎ বিলের মতো বিষয়গুলো বিএনপি সরকারকে সবচেয়ে বড়ো সমালোচনার মধ্যে ফেলেছে। দেশজুড়ে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে লোডশেডিং তীব্র আকার ধারণ করেছে গত কয়েক মাসে। মধ্যরাতের পর দেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎহীন থাকছে। এর ফলে গৃহস্থালির কাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প উৎপাদনেও নানা প্রভাব পড়ছে। এর সাথে নতুন করে এ মাসের শুরুতে দেশের বিভিন্ন এলাকায় অনেক গ্রাহকদের পক্ষ থেকে অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিলের অভিযোগও পাওয়া গেছে। বিশেষ করে জুন মাসের ব্যবহারের বিপরীতে পাওয়া বিল নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। অনেকের দাবি, স্বাভাবিকের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি বিল এসেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাব্বির আহমেদ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, "বিদ্যুতের মূল্য কী প্রক্রিয়ায় বাড়ানো হলো, সেটি বোঝা যায়নি। সকালে উঠে অনেকে দেখলো বিল ডাবল হয়ে গেল। এগুলো তো ভালো লক্ষণ না। ছয় মাসে অন্তত এই খাতটিকে স্থিতিশীল অবস্থায় রাখা যেত। সেই জায়গায় এখনো আন্তরিক প্রচেষ্টা কোথায়?„ তবে বর্তমান সরকারের কাছে সবচেয়ে বেশি সংকট ছিল জ্বালানি খাত। বিশেষ করে সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর

ইরান-আমেরিকা-ইসরায়েল যুদ্ধের পর জ্বালানি সংকট মারাত্মক আকার ধারণ করে। পরবর্তীতে গত মাসের শেষ দিকে হঠাৎই দেশজুড়ে গ্যাস সংকট তৈরি হয়। গ্যাস সরবরাহ ঘাটতির কারণে অনেক এলাকার পরিস্থিতি অসহনীয় হয়ে ওঠে। এমন পরিস্থিতিতে আগস্টের শুরুর দিকে প্রথমবারের মতো সরকারের বিরুদ্ধে রাজপথে কর্মসূচি পালন করে জামায়াতের নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোট। বিরোধী দল সচিবালয় ঘেরাওয়ের মতো কর্মসূচিও পালন করেন। অর্থনীতিবিদ ফাহমিদা খাতুন বলছিলেন, "গ্যাস ও বিদ্যুৎ ছাড়া জীবন ও অর্থনীতি অচল। এই বিষয়টিকে পরবর্তী ধাপে সরকারকে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে হবে, না হলে জীবন ও অর্থনীতির ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়বে।" যদিও এই সংকটের কথা স্বীকার করছে বিএনপি। তবে, এটিকে সরকারের ত্রুটি হিসেবে দেখছে না বিএনপি। প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা রুহুল কবির রিজভী বিবিসি বাংলাকে বলেন, "এটা হচ্ছে আর্ন্তজাতিক সংকটের কারণে, টার্মিনাল নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে। এইরকম একটা পরিস্থিতির কারণে বিদ্যুৎ নিয়ে সংকট হচ্ছে। তারপরও আমি বলবো, এটা নিরসন হয়ে যাবে। দ্রুত কাজগুলো হচ্ছে।"

কূটনীতিক ক্ষেত্রে অর্জন কতটা?

অর্থনীতি, রাজনীতি কিংবা সুশাসন প্রশ্নে সরকারের নানা ঘাটতির বিষয়গুলো সামনে আসলেও বিশ্লেষকদের অনেকেই বিএনপি সরকারের কূটনীতিকে ইতিবাচক হিসেবেই দেখছেন। এর একটি বড়ো কারণ হিসেবে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমানের নির্বাচিত হওয়ার বিষয়টিকে সামনে আনছেন। চলতি বছরের দোসরা জুন মি. রহমান নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে সভাপতি নির্বাচিত হন। সাবেক রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ূন কবির বিবিসি বাংলাকে বলেন, "জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে জয়লাভকে বর্তমান সরকারের বড় কূটনীতিক সফলতা হিসেবে ধরতে পারি আমরা।" গত ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসার পর গত ২১ থেকে ২৬ জুন মালয়েশিয়া ও চীন সফর ছিল তারেক রহমানের প্রথম বিদেশ সফর। সফরকালে তিনি প্রথমে মালয়েশিয়া যান এবং পরে সেখান থেকে চীনে যান। এই সফরকালে চীনের সঙ্গে ১৭টি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়া দুই দেশের শীর্ষ পর্যায়ের বৈঠকে অর্থনৈতিক সহযোগিতা, বিনিয়োগ, বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং রোহিঙ্গা সংকটের সমাধানসহ বিভিন্ন বিষয়ে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে বলে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। বিশ্লেষকরা বলছিলেন, মালয়েশিয়ার শ্রম বাজার আবার চালু হওয়া, বাংলাদেশ থেকে মিয়ানমার হয়ে চীন পর্যন্ত একটি অর্থনৈতিক করিডোর এবং চীনের সাথে পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষায় 'টু প্লাস টু' সমঝোতা বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হিসেবে দেখা হচ্ছে। সাবেক রাষ্ট্রদূত মি. কবির বিবিসি বাংলাকে বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর মালয়েশিয়া ও চীন সফরকেও আমরা সফলতা হিসেবে বলতে পারি। চীনের প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে ইকনোমিক করিডোরের প্রস্তাবটা আসলো, চীনারা তিস্তা প্রকল্পে ফিজিবিলিটি স্টাডিতে অংশগ্রহণ করবে। চীনের সাথে এই সম্পর্ককে সফলতা হিসেবে দেখি।" তবে যে নেতিবাচক দিক নেই, সেই কথা বলার সুযোগ নেই। কেননা, শেখ হাসিনা সরকার পতনের পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় প্রতিবেশি দেশ ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের বেশ টানাপড়েন তৈরি হয়। বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর ইতিবাচক সম্পর্কের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল দুই দেশের পক্ষ থেকে। এর মাঝে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে ভারত সফরের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল সেদেশের সরকার। বিশেষ করে সেপ্টেম্বরে ব্রিকস সম্মেলনের জন্যও আলাদাভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তবে রোববার বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়ে দিয়েছে, ভারত সফরের জন্য তারা অনুকূল পরিবেশের জন্য অপেক্ষা করছে। দুপুরে ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এ কে এম শহীদুল করিম এক সংক্ষিপ্ত ব্রিফিংয়ে প্রধানমন্ত্রীর সম্ভাব্য ভারত সফর প্রসঙ্গে জানান, যদিও 'উভয় দেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে পরস্পরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছে'। "তবে, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে দণ্ডপ্রাপ্ত শেখ হাসিনা গত ৫ আগস্ট নতুন দিল্লিতে যেভাবে প্রকাশ্য সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেছেন, তাতে এই প্রক্রিয়ার পরিবেশ বিনষ্ট হয়েছে। আমরা এ বিষয়ে আমাদের অবস্থান পরিষ্কার করেছি। আমরা মনে করি, এই সফরের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন,," ব্রিফিংয়ে বলেন তিনি। সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির মনে করেন, আলোচনার মাধ্যমে এই সফরটি সম্পন্ন হলে দুই দেশের সম্পর্ক উন্নয়নে হয়ত সেটি সহায়ক হতো।

রাজনীতি, সংস্কার ও সুশাসন

বাংলাদেশে গণ-অভ্যুত্থানের পর বিগত শেখ হাসিনা সরকারের সময় রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোতে দলীয়করণ, একতরফা নির্বাচন কিংবা সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে নানা দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। যে কারণে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে রাষ্ট্র ব্যবস্থা সংস্কারের দাবি ওঠে। এই সংস্কার বাস্তবায়নে অন্তর্বর্তী সরকার বেশ কয়েকটি কমিশন গঠন করেছিল। তাদের সুপারিশগুলো নিয়ে একটি ঐকমত্য কমিশনও গঠন হয়। এসব সুপারিশ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনার ভিত্তিতে জুলাই সনদ তৈরি করা হয়েছিল, যার ওপর গণভোটও হয়। সেই গণভোটে 'হ্যা' বিজয়ী হয়। কিন্তু বিএনপি নির্বাচনে জয়লাভের পর ওই গণভোট আদেশকে অবৈধ আখ্যা দিয়ে সংস্কার পরিষদের শপথ গ্রহণ না করায় শুরুতেই বিরোধী দলের সাথে একটা

টানাপড়েন তৈরি হয়েছে। এছাড়াও স্বাধীন বিচার বিভাগ, গুম কমিশন গঠন কিংবা দুর্নীতি দমনের মতো বেশ কিছু ইস্যুতে ছয় মাস পার হতে চললেও এখনো দৃশ্যমান কোন অগ্রগতি দেখা যায়নি বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। বিশেষ করে সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় আইন অনুমোদন করা করা, সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ, মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশের কার্যকারিতা না রাখা, পুলিশ সংস্কারে কার্যকর উদ্যোগ না নেওয়া হতাশা তৈরি করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাব্বির আহমেদ বিবিসি বাংলাকে বলেন, "বিএনপির কাছে মানুষের প্রত্যাশা ছিল বিএনপি পরিবর্তন বা সংস্কারে গুরুত্ব দেবে। কিন্তু নির্বাচনের পর গত ছয় মাসে সুশাসন প্রতিষ্ঠা বা রাজনৈতিক সংস্কারের মতো বিষয়গুলোতে কোন ইতিবাচক পরিবর্তন মানুষ দেখতে পায়নি।„ গণভোটের রায় বাস্তবায়ন বা সংস্কার ইস্যুতে বিএনপির এই অবস্থানের কারণে ছয় মাস যেতে না যেতেই এরই মধ্যে মাঠের আন্দোলনে নামার ঘোষণা দিয়েছে বিরোধী দল জামায়াত-এনসিপি জোট।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৬.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

সৌরবিদ্যুৎ ছাড়া ব্যাটারি রিকশা রিচার্জ করলে জরিমানা হবে, নিতে হবে ফিটনেস সনদ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম বলেছেন, ব্যাটারিচালিত রিকশাগুলো সিটি করপোরেশন ও পৌরসভার রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনা হচ্ছে এবং এসব ই-রিকশা শুধুমাত্র সৌরবিদ্যুৎ দিয়েই রিচার্জ করতে হবে। "সৌরবিদ্যুতের বাইরে রিচার্জ করলে ব্যাটারিচালিতা বা ই-রিকশাগুলোকে রেজিস্ট্রেশন দেব না ও নবায়ন করবো না। তারা সৌরবিদ্যুৎ ছাড়া রিচার্জ করলে জরিমানা হবে,„ স্থানীয় সরকার বিভাগে এক সভায় তিনি একথা বলেছেন। প্রতিমন্ত্রী জানান, ঢাকাকে আটটি জোনে ভাগ করে আট রংয়ের ই-রিকশা (ব্যাটারিচালিত) চালুর অনুমতি দেওয়া হবে এবং এক জোনের রিকশা যেন অন্য জোনে যেতে না পারে, সেটি নিশ্চিত করা হবে। "ইলেকট্রিক রিকশাগুলোর বিষয়ে এখন বিধিমালা তৈরির কাজ করছে, যেখানে তাদের জন্য কিছু শর্ত দেওয়া হবে। তারা যে রিচার্জ করবে, সেটা অবশ্যই সৌরবিদ্যুৎ দিয়ে করতে হবে। সেটা নিশ্চিত করতে সিটি করপোরেশন ও পৌরসভাগুলো। এর রেজিস্ট্রেশন বিআরটিএ করবে না। রেজিস্ট্রেশন করবে সিটি করপোরেশন। এ বিষয়ে সংসদে আইন পাস করা আছে। তার আলোকে আমরা বিধিমালা করছি,„ বলেছেন তিনি। তিনি বলেন, "বিধিমালায় রেজিস্ট্রেশন ফি, নবায়ন ফি নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। আমরা রেজিস্ট্রেশন নবায়নে পূর্বশর্ত দিয়েছি যে, সরকারি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের অটোমোবাইল শাখা থেকে ফিটনেস সার্টিফিকেট নিতে হবে। নবায়নের সময় আবার ফিটনেস আবার নিতে হবে।„
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৬.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

ছয় মাসে সরকার নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়নে নিরলস কাজ করেছে : প্রধানমন্ত্রীর মুখপাত্র

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র মাহদী আমিন বলেছেন, গত ৬ মাসে সরকার নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়নে নিরলস কাজ করেছে। তার মতে, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকার অন্তহীন পথ চলছে। সরকারি বার্তা সংস্থা বাসস জানিয়েছে, তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের ছয় মাস বা ১৮০ দিন পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর তেজগাঁও কার্যালয়ে এক বিশেষ মতবিনিময় সভায় সরকারের গত ছয় মাসের সার্বিক কার্যক্রম, উল্লেখযোগ্য অর্জন এবং আগামী দিনের উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপনকালে তিনি এসব কথা বলেন। মাহদী আমিন বলেন, প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকেই ১৩ লক্ষ কৃষক পরিবারের জন্য ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত সুদসহ ঋণ মওকুফ করা হয়। এছাড়া কৃষকদের জন্য 'কৃষক কার্ড', নারীদের জন্য 'ফ্যামিলি কার্ড', প্রবাসীদের জন্য 'প্রবাসী কার্ড', ইমাম-মুয়াজ্জিন ও অন্যান্য ধর্মীয় গুরুদের জন্য সম্মানী ভাতা এবং দেশজুড়ে খাল খনন ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। মাহদী আমিন বলেন, "সংসদে রেকর্ড সংখ্যক অধ্যাদেশকে আইনে রূপান্তর এবং সন্ত্রাসবিরোধী সংশোধিত অধ্যাদেশের মাধ্যমে স্বৈরাচারী রাজনৈতিক সংগঠনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।„ জ্বালানি সংকট নিরসনে মালয়েশিয়া, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ কোম্পানির সাথে আলোচনার কথা উল্লেখ করে মাহদী আমিন বলেন, `সবার আগে বাংলাদেশ' নীতির ওপর ভিত্তি করে মর্যাদাপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা নজরুল ইসলাম খান, রুহুল কবির রিজভী ও ইসমাইল জবিউল্লাহ, তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টা জাহিদ উর রহমান।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৬.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

হাম উপসর্গ নিয়ে আরও ৭ শিশুর মৃত্যু

`সন্দেহজনক হাম, নিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ৭টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে সন্দেহজনক হাম রোগীর সংখ্যা ৯৮১ জন বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ। স্বাস্থ্য বিভাগের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গত ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত মোট ৮১৬ জন সন্দেহজনক হাম রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। এতে জানানো হয়েছে, গত চব্বিশ ঘণ্টায় হাম রোগ নিশ্চিত হয়েছে ৫০ জনের। এ নিয়ে গত ১৫ মার্চ থেকে দেশে নিশ্চিত হামে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১৭ হাজার ৯৩০। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সর্বশেষ প্রতিবেদনে ১৬ অগাস্ট সকাল আটটা থেকে ১৭ই অগাস্ট সকাল আটটা পর্যন্ত সময়ের যে তথ্য দেওয়া হয়েছে তাতে নিশ্চিত হাম রোগে মৃত্যুর তথ্য নেই। যারা মারা গেছে তাদের সন্দেহজনক হাম রোগে আক্রান্ত বলা হচ্ছে। ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, পনেরই মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত দেশে সন্দেহজনক হাম রোগে আক্রান্ত

হয়েছে ১ লাখ ৪৩ হাজার ৭৭৮জন। এর মধ্যে হাসপাতাল থেকে ছাড় পাওয়া রোগী ছিলেন ১ লাখ ২০ হাজার ৯১৩জন।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৬.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

এয়ারটেলের এখন থেকে নতুন নাম 'সার্কেল'

বাংলাদেশের মোবাইল অপারেটর এয়ারটেল এখন থেকে নতুন পরিচয় 'সার্কেল' নামে যাত্রা শুরু করার ঘোষণা দিয়েছে। যদিও নাম পাল্টালেও মোবাইল নাম্বার, প্যাকেজ, ব্যালান্স, সার্ভিস বা মোবাইল ব্যাংকিং সেবার ধরন একই থাকবে। সোমবার ঢাকায় এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন ব্র্যান্ডটির উদ্বোধন করা হয়েছে। এয়ারটেলের মূল প্রতিষ্ঠান রবি অজিহাটা জানিয়েছে, এখন যারা এয়ারটেল ব্যবহার করছেন, তারা সবাই স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সার্কেলের গ্রাহক হয়ে যাবেন। উল্লেখ্য, এয়ারটেল আলাদা মোবাইল অপারেটর হিসাবে যাত্রা করলেও ২০১৬ সালে রবি অজিয়াটার সাথে এক হয়ে যায়।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৬.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

ছয় মাস বা ১৮০ দিনে আইন-শৃঙ্খলার দৃশ্যমান উন্নতি হয়েছে, বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, বিগত ছয় মাসে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দৃশ্যমান উন্নতি সাধিত হয়েছে। জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী এটিকে আরও সুসংহত করতে কিছুটা সময় প্রয়োজন। "আমাদের এখন মাত্র ৬ মাস পার হলো। এর মধ্যে আমরা অনেক সংস্কার কাজ করেছি এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিভিন্ন প্রশংসনীয় উদ্যোগ আপনারা দেখেছেন। বিগত ১৮০ দিনে সরকার কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়িত বিভিন্ন উদ্যোগ ও কর্মসূচি জনগণের নিকট প্রশংসিত হয়েছে,„ সচিবালয়ে সাংবাদিকদের বলেছেন তিনি। তিনি আরো বলেন, "'ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট বৈশ্বিক জ্বালানি ও গ্যাস সংকটের ধাক্কা বিশ্বব্যাপী অনুভূত হলেও, সরকার তাৎক্ষণিকভাবে দেশে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ায়নি। বোরো মৌসুমে কৃষকদের স্বার্থ সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সরকার প্রায় এক মাস পর্যন্ত মূল্যবৃদ্ধি স্থগিত রাখে এবং পরবর্তীকালে সহনীয় মাত্রায় সমন্বয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। অথচ উক্ত সময়ে বিশ্ববাজারসহ প্রতিবেশী দেশগুলোতে জ্বালানির দাম প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল।„ মন্ত্রী বলেন, আমদানিনির্ভরতা হ্রাস করতে দেশের অভ্যন্তরে এবং অফশোর ও অনশোরে নতুন গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু হয়েছে, যার ফলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এ সমস্যার টেকসই সমাধান অর্জিত হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, সরকারের সঠিক নীতি ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের ফলে দেশে খাদ্যের একটি মজবুত ও নিরাপদ মজুত গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৬.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

বাংলাদেশে আল-কায়েদা প্রসঙ্গে জাতিসংঘের প্রতিবেদন নিয়ে যা বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, বাংলাদেশে আল কায়েদার তৎপরতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ যে প্রতিবেদন দিয়েছে সেটি অনুমান নির্ভর হওয়ায় তারা এ নিয়ে কোনো রিয়েকশন দিচ্ছেন না। সচিবালয়ে এ বিষয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি প্রথমে বলেন, "আমি এখনো পড়িনি সে রিপোর্ট।„ পরে আবারও প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "পত্রিকান্তরে আমি শুনেছি। হয়ত কিছু অবজারভেশন থাকতে পারে। ওখানে বলা হয়েছে, তারা অনুমান করেছে এটা হতে পারে। অনুমান নির্ভর রিপোর্টের ওপর আমরা কোনো রিয়েকশন দিতে পারি না।„ প্রসঙ্গত, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের 'অ্যানালিটিক্যাল সাপোর্ট অ্যান্ড স্যাংশনস মনিটরিং টিম'-এর সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদনে আল-কায়েদা ইন দ্য ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট বা একিউআইএস নিয়ে নতুন তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, একিউআইএস একটি খণ্ডিত গোষ্ঠী থেকে আঞ্চলিক সন্ত্রাসী সংগঠনে রূপান্তরিত হচ্ছে। বড়ো ইউনিটের বদলে তারা এখন বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ছোটো ছোটো সেলের মাধ্যমে কাজ করছে। এর পাশাপাশি সংগঠনটি শক্তিশালী লজিস্টিক ও আর্থিক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে বলেও দাবি করা হয়েছে। একিউআইএস-এর কর্মকাণ্ডের একটি উদাহরণ হিসেবে দিল্লির লাল কেল্লায় হামলার বিষয়টি প্রতিবেদনটিতে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০২৫ সালের নভেম্বরে হওয়া ওই হামলার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে সংগঠনটিকে দায়ী করা হয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো- সংগঠনটি বাংলাদেশে তাদের সেল গঠনের চেষ্টা করছে, এই তথ্য প্রতিবেদনে জানিয়েছে ইউএনএসসি। প্রতিবেদন অনুযায়ী, একিউআইএস-এর শীর্ষ নেতৃত্ব আফগানিস্তানের কাবুলে অবস্থান করছে। তাদের তাজকিরা (তালেবানের দেওয়া পরিচয়পত্র) দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। গত ১০ আগস্ট প্রকাশ করা এই প্রতিবেদনে, ২০২৫ সালের ১৫ ডিসেম্বর থেকে চলতি বছরের নয়ই জুন পর্যন্ত আল-কায়েদা ও সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীগুলোর কার্যক্রম ও পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৬.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

গ্যাস সংকটের কারণে অনেক পোশাক কারখানা বন্ধ, পরিস্থিতি কতদিন চলবে?

বাংলাদেশ জুড়ে তীব্র গ্যাস সংকটে টেক্সটাইল মিল, ডাইং ও ফিনিশিং কারখানাসহ বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে উৎপাদন প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। গতকাল দুপুর থেকে অনেক স্থানে গ্যাসের চাপ পাওয়া গেলেও অনেক স্থানে পরিস্থিতি এখনও আগের অবস্থায় ফেরেনি। বিশেষ করে, ময়মনসিংহের ভালুকা বা গাজীপুরের শ্রীপুরে এখনও গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক হয়নি। গত ২০ দিন ধরে চলমান এই গ্যাস সংকটকে 'নজিরবিহীন' কিংবা 'অস্বাভাবিক' বলে মনে করছেন শিল্পমালিকরা। তারা বলছেন, এবার তারা অপরিসীম ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে উৎপাদন ব্যাহত হওয়া, সময়মতো

পণ্য সরবরাহ করতে না পারা, বাড়তি খরচ গোণা, এমনকি ভবিষ্যতের ক্রয়াদেশ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা। এদিকে, সরকার থেকে গতকালই জানিয়েছে যে, দেশের চলমান জ্বালানি সংকটের সমাধান ছয় মাস এক বছরে হবে না, কমপক্ষে দুই বছর সময় লাগতে পারে। বিশেষজ্ঞরাও মনে করেন যে, গ্যাসের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন যে পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে, তার কোনো রাতারাতি সমাধান নেই। কিন্তু হাতের নাগালেই এমন কিছু উপায় রয়েছে, যেগুলো গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হলে এই সংকট থেকে উত্তরণ করা অনেকটাই সম্ভব। এক্ষেত্রে তাদের প্রথম পরামর্শ, দেশীয় গ্যাসের উৎপাদন বাড়ানো।

হঠাৎ এত তীব্র গ্যাস সংকট কেন?

বাংলাদেশে গ্যাস সংকট নতুন নয়। দেশে গ্যাসের চাহিদার তুলনায় সরবরাহ দীর্ঘদিন ধরেই কম। জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে তিন হাজার ৮০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের চাহিদা রয়েছে। কিন্তু সরবরাহ সক্ষমতা আছে দুই হাজার ৭০০ থেকে দুই হাজার ৮০০ মিলিয়ন ঘনফুট। তাহলে দৈনিক গ্যাসের ঘাটতি অন্তত এক হাজার মিলিয়ন ঘনফুট, যা মোট চাহিদার প্রায় ২৬ থেকে ২৯ শতাংশ। এই ঘাটতি নিশ্চিত করা হয় বিদেশ থেকে এলএনজি আমদানির মাধ্যমে। বাংলাদেশে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস বা এলএনজি জন্য কক্সবাজারের মহেশখালীতে দুটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল বা এফএসআরইউ রয়েছে। এক্সিলারেট এনার্জি এবং সামিট গ্রুপ পরিচালিত এই টার্মিনালগুলোর মাধ্যমেই বিদেশ থেকে আনা এলএনজি রিগ্যাসিফিকেশন বা রূপান্তর করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হয়। তবে গত ২১ জুলাই আগুনে সেই এলএনজি টার্মিনালের একটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় গ্যাস সরবরাহে বিঘ্ন ঘটেছে এবং এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। শুরুতে এই সংকটকে সাময়িক হিসেবে উল্লেখ করা হলেও ত্রুটি চিহ্নিত করতে সময় বেশি লাগার কারণেই প্রেক্ষাপট আরও জটিল হয়েছে। গতকাল দুটো এলএনজি টার্মিনালই হয়েছে এবং গ্যাস সরবরাহও কিছুটা বেড়েছে। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সংকট তীব্র হওয়ার পেছনে, এর পেছনে মূল কারণ ত্রুটিযুক্ত এফএসআরইউ না। বরং, সংকটের একটি বড়ো কারণ হলো দেশের পুরোনো গ্যাসক্ষেত্রগুলো থেকে উৎপাদন কমে যাওয়া এবং সেই ঘাটতি পূরণে পর্যাপ্ত নতুন গ্যাসক্ষেত্র বা কূপ থেকে উৎপাদন যোগ না হওয়া। ফলে কয়েক বছর ধরেই বিদ্যুৎকেন্দ্র, শিল্পকারখানা ও আবাসিক গ্রাহকদের চাহিদা মেটাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে সরকারকে। আর দেশীয় উৎপাদনের ঘাটতি সামাল দিতে বাংলাদেশকে এলএনজি আমদানি করে, সেগুলো জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করতে হয়। অর্থাৎ, দেশের গ্যাস সরবরাহ এখন শুধু নিজস্ব গ্যাসক্ষেত্রের ওপর নির্ভরশীল নয়, আমদানি করা এলএনজিও গুরুত্বপূর্ণ একটি উৎস। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলছেন, দেশীয় গ্যাস অনুসন্ধানে যথেষ্ট গুরুত্ব না দিয়ে ২০১৮ সাল থেকে আমদানি করা এলএনজির ওপর নির্ভরতা বাড়ানো হয়েছে। বর্তমানে মোট গ্যাস সরবরাহের প্রায় ৩০ শতাংশ এলএনজি থেকে এবং বাকি ৭০ শতাংশ দেশীয় উৎস থেকে আসছে। কিন্তু আমদানি করা এলএনজির খরচ দেশীয় গ্যাসের তুলনায় অনেক বেশি বলে জানান তিনি। বাংলাদেশের তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস বা এলএনজি মূলত মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসে। কিন্তু ইরানের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সংঘাতের ফলে হরমুজ প্রণালি ঘিরে অস্থিরতা এখনও চলছে। তাই, মধ্যপ্রাচ্য থেকে এলএনজি আমদানি করার ক্ষেত্রেও একপ্রকার জটিলতা তৈরি হয়ে আছে। খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেমের হিসাবে, দেশীয় উৎস থেকে ৭০ শতাংশ গ্যাস সরবরাহে বছরে প্রায় ছয় হাজার কোটি টাকা ব্যয় হলেও বাকি ৩০ শতাংশ এলএনজি আমদানিতে প্রায় ৫৯ হাজার কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। ফলে সরবরাহের ঘাটতি মেটাতে এলএনজিনির্ভর সমাধান ব্যয়বহুল হওয়ার পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদে আমদানি নির্ভরতাও বাড়াচ্ছে বলে মনে করেন তিনি।

শিল্পকারখানায় প্রভাব কতটা?

গ্যাস সংকটের কারণে গ্যাসনির্ভর টেক্সটাইল, নিটওয়্যার, ডাইং ও ফিনিশিং কারখানাগুলোর ক্ষতি হচ্ছে। কোথাও উৎপাদন পুরোপুরি বন্ধ রাখতে হয়েছে, আবার কোথাও সক্ষমতার চেয়ে অনেক কম উৎপাদন হচ্ছে। বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বিবিসি বাংলাকে বলেন, শিল্পাঞ্চলগুলোতে আগে থেকেই গ্যাসের সংকট থাকলেও গত প্রায় ২০ দিনের পরিস্থিতি ছিল নজিরবিহীন। "এত বড়ো সংকট আমি আমার জীবনে কখনও দেখিনি,„ বলেন মি. হাতেম। তিনি আরও জানান, আশুলিয়া, সাভার, গাজীপুর, কালিয়াকৈর, ময়মনসিংহ, ভালুকা, ত্রিশাল, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ ও হবিগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় গ্যাসের চাপ কোথাও শূন্যে, কোথাও এক পিএসআইয়ে নেমে এসেছিল। অথচ উৎপাদন চালাতে অন্তত তিন থেকে চার পিএসআই চাপ প্রয়োজন। তার নিজের কারখানাও প্রায় ২০ দিন বন্ধ ছিল। তবে রোববার দুপুর থেকে গ্যাসের চাপ বাড়তে শুরু করেছে বলেও জানান তিনি। যদিও ময়মনসিংহের ভালুকা ও গাজীপুরের শ্রীপুরসহ কিছু এলাকায় এখনও সংকট রয়েছে। গ্যাসের অভাবে উৎপাদন বন্ধ থাকায় নির্ধারিত সময়ে অনেক পণ্য জাহাজে পাঠানো সম্ভব হয়নি। এখন সেগুলোর কিছু উড়োজাহাজে পাঠাতে হচ্ছে বলে জানান মি. হাতেম। "এক লাখ ডলারের পণ্য এয়ার শিপমেন্ট করতে হলে প্রায় ৫০ হাজার ডলার খরচ হয়। এই কয়দিন উৎপাদন করতে পারিনি, কিন্তু শ্রমিকের বেতন দিতে হয়েছে,„ বলেন তিনি। তার ভাষ্য অনুযায়ী, কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেরিতে পণ্য পাঠানোর কারণে

ক্রেতাকে ২০ থেকে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত মূল্যছাড়ও দিতে হতে পারে। তবে সবচেয়ে বড়ো উদ্বেগ ভবিষ্যতের ক্রয়াদেশ নিয়ে। মি. হাতেম বলেন, সময়মতো পণ্য সরবরাহ করা যাবে কি না, সেই অনিশ্চয়তায় ক্রেতাদের কেউ কেউ বাংলাদেশে দেওয়ার পরিকল্পনা করা ক্রয়াদেশের একটি অংশ অন্য দেশে সরিয়ে নেওয়ার কথা বলছেন।

অন্যদিকে, বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি বা বিজিএমইএ'র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বলেন, পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও এখনও স্বাভাবিক হয়নি। তার হিসাবে, বিজিএমইএ সদস্য কারখানাগুলো বর্তমানে সক্ষমতার তুলনায় গড়ে প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ কম উৎপাদন করছে। উৎপাদনের ঘাটতি সামাল দিতে অতিরিক্ত কর্মঘণ্টা ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এতে ব্যবসার খরচ বাড়ছে বলেও জানান তিনি। তবে এবারের এই সংকটে শিল্পের আর্থিক ক্ষতির পুরো চিত্র মাস শেষে আরও পরিষ্কার হবে বলে মনে করেন বিজিএমইএ সভাপতি। তবে তৈরি পোশাক কারখানার তুলনায় সুতা ও কাপড় উৎপাদনকারী কারখানায় গ্যাস সংকটের প্রভাব বেশি বলে জানান মি. খান। কারণ তৈরি পোশাক কারখানায় মূলত বিদ্যুৎ ব্যবহার হলেও আয়রন ও প্যাকিংয়ের মতো কিছু কাজে গ্যাস প্রয়োজন। অন্যদিকে সুতা, কাপড়, ডাইং ও ফিনিশিংয়ের মতো শিল্পের উৎপাদন প্রক্রিয়া অনেক বেশি গ্যাসনির্ভর। ফলে গ্যাস সংকটের কারণে তৈরি পোশাক খাতের পুরো উৎপাদন বন্ধ না হলেও এর সরবরাহ ব্যবস্থার আগের ধাপগুলো ব্যাহত হওয়ায় উৎপাদন ও সময়মতো রপ্তানিতে প্রভাব পড়ছে। তবে শিল্পকারখানায় উৎপাদন কমে যাওয়ার পেছনে শুধু সাম্প্রতিক গ্যাস সংকটই দায়ী নয় বলে মনে করেন খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। তিনি বলেন, বিশ্ববাজারে উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে চাহিদা কিছুটা কম এখন এবং কয়েক মাস ধরে বাংলাদেশের রপ্তানি "ধারাবাহিকভাবেই নেগেটিভ গ্রোথে„ ছিল। তবে এই পরিস্থিতি দীর্ঘায়িত হলে নতুন রপ্তানি আদেশ পাওয়ার ক্ষেত্রে যে অনিশ্চয়তা বাড়তে পারে, এ বিষয়ে একমত প্রকাশ করেন তিনিও।

পরিস্থিতির উন্নতি হবে কবে?

চলমান জ্বালানি সংকট সমাধানে কমপক্ষে দুই বছর সময় লাগতে পারে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। কারণ হিসেবে মি. চৌধুরী বলেন, "ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল তৈরি করতেও দেড় থেকে দুই বছর সময় লাগবে। ফলে এর আগে সমস্যার সমাধান হবে না।„ তিনি আরও জানান, সম্ভাব্য যে-সব পদক্ষেপ নেওয়া যায়, সরকার দ্রুত সেসব নিচ্ছে। "দীর্ঘ সময় গ্যাস অনুসন্ধান করা হয়নি। এখন সেটা করা হচ্ছে। সৌরবিদ্যুৎ নিয়ে কাজ হচ্ছে, কয়লা নিয়ে কাজ হচ্ছে। কোন ধরনের জ্বালানি কত পরিমাণ লাগবে, তা নির্ধারণ করা হচ্ছে।„ চলমান জ্বালানি সংকটের তাৎক্ষণিক কোনো সমাধান নেই বলেই অর্থমন্ত্রী অন্তত দুই বছর সময় লাগার কথা বলেছেন বলে মনে করেন খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। তার ভাষায়, "কোনো কুইক ফিক্সই সাসটেইনেবল নয়। এর কস্ট ইমপ্লিকেশনও অনেক বেশি।„ তিনি বলেন, বর্তমানে দেশে গ্যাসের চাহিদায় ঘাটতি আছে। স্বল্প ও মধ্যমেয়াদে দেশীয় গ্যাসের উৎপাদন বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়ার কথা বলেন তিনি।

সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার (ছাতক) উপজেলায় অবস্থিত গ্যাসক্ষেত্র টেংরাটিলা গ্যাসক্ষেত্রের বিডিং প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করা, ভোলার গ্যাস জাতীয় গ্রিডে আনা এবং পুরোনো কূপগুলো থেকে পাওয়া গ্যাস দ্রুত গ্রিডে যুক্ত করার সুযোগ রয়েছে বলে মনে করেন তিনি। তার মতে, "আমাদের এখানে আরও এলএনজি প্ল্যান্টের কথা বলা হচ্ছে। এটি আরও দীর্ঘমেয়াদে এলএনজি নির্ভরশীলতা বাড়াবে। কিন্তু এগুলোর বিকল্প হলো অভ্যন্তরীন গ্যাস এক্সপ্লোরেশন। সরকার কয়লা এক্সপ্লোরেশনে যাওয়ার কথা বলছে, কিন্তু এটি সলিউশন না।„ তবে এসব উদ্যোগ নিলেই চাহিদা ও সরবরাহের ব্যবধান পুরোপুরি দূর হবে না বলে মনে করেন তিনি। এজন্য শিল্পে জ্বালানির যথাযথ ব্যবহার এবং যেখানে সম্ভব গ্যাস ও তেলের বিকল্প হিসেবে বিদ্যুৎ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানোর পরামর্শ দেন তিনি। তিনি আরও জানান, শিল্প খাতে জ্বালানির দক্ষ ব্যবহার বাড়াতে হবে। যেমন, গ্যাসচালিত বয়লারের পরিবর্তে ইলেকট্রিক বয়লার ব্যবহার করা যেতে পারে। একইভাবে যানবাহনে তেলের পরিবর্তে বৈদ্যুতিক গাড়ি, বাসাবাড়ির রান্নায় গ্যাসের পরিবর্তে সৌরবিদ্যুৎ, বিদ্যুৎ বা এলপিজি এবং সেচে ডিজেলের পরিবর্তে সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার বাড়ানো যেতে পারে। একইসঙ্গে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জ্বালানি তেলের অবৈধ ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। থ্রি-হুইলারে অবৈধভাবে জ্বালানি ব্যবহারের পাশাপাশি কারখানাতেও অবৈধ ব্যবহারের নজির রয়েছে। কোনো কোনো কারখানা পাশের সিএনজি স্টেশন থেকে গ্যাস কিনে এনে ব্যবহার করছে। বাসাবাড়িতেও অবৈধ গ্যাস সংযোগ রয়েছে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৬.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

পাল্টে যাচ্ছে বাংলাদেশের অর্থবছর, কার্যকর ২০২৮-২৯ থেকে

বাংলাদেশের মন্ত্রিসভা দেশের প্রচলিত অর্থবছর পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে ২০২৮-২৯ অর্থবছর হতে নতুন অর্থবছর (এপ্রিল-মার্চ) অনুযায়ী সরকারের সকল কার্যক্রম শুরু করা হবে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে আজ এ সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে। বাংলাদেশে অর্থবছর ১ জুলাই হতে ৩০ জুন হিসাব করা হয়। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর সংবাদ মাধ্যমে পাঠানো প্রেস ব্রিফে বলা হয়েছে, জুলাই-আগস্ট মাসে অর্থাৎ বর্ষাকালে অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান থাকে, ফলে বর্ষার কারণে

একদিকে কাজ দীর্ঘায়িত হয়, কাজের গুণগত মান ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এবং ব্যাপক জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হয়। ”এপ্রিল-মার্চ সময়কে অর্থবছর হিসেবে ব্যবহার করা হলে বর্ষার আগেই অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। এজন্য ১ এপ্রিল থেকে ৩১ মার্চ অর্থবছর নির্ধারণ যুক্তিযুক্ত,„ প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, আগামী ২০২৭-২৮ অর্থবছরকে ট্রানজিশনাল অর্থবছর হিসেবে বিবেচনা করে ৯ মাসে অর্থবছর (জুলাই-মার্চ) শেষ করা এবং এরপর ২০২৮-২৯ অর্থবছর থেকে নতুন অর্থবছর (এপ্রিল-মার্চ) অনুযায়ী সরকারের সকল কার্যক্রম শুরু করা হবে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৬.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

ইরান ইস্যুতে `বাধা হলে, ওমানে বোমা হামলার হুমকি দিলেন ট্রাম্প

ইরানের সঙ্গে চলমান আলোচনায় `বাধা হয়ে দাঁড়ালে, যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র দেশ ওমানে বোমা হামলার হুমকি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফক্স নিউজের একজন সাংবাদিক জানিয়েছেন যে, সোমবার এক ফোনালাপের সময় ট্রাম্প এই মন্তব্য করেন। একই সময়ে তিনি দাবি করেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোর বা আইআরজিসি-এর সরাসরি গোপন যোগাযোগ বা ব্যাকচ্যানেল আছে। পরে অবশ্য আইআরজিসি এই দাবি প্রত্যাখ্যান করে বলেছে তারা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো আলোচনায় জড়িত নয়। অন্যদিকে ইরানি কর্মকর্তারা সোমবার বলেছেন, হরমুজ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচল নিয়ে ওমানের সঙ্গে একটি চুক্তি চূড়ান্ত করার খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন তারা। এদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে পরবর্তী আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য করা ৬০ দিনের সমঝোতা স্মারক এর মেয়াদ সোমবার শেষ হচ্ছে। এই স্মারকে উভয় দেশ চূড়ান্ত একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর লক্ষ্যে আরও আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ওমান এই সংঘাতে নিজেকে নিরপেক্ষ দেশ হিসেবে দাবি করে। তবে সংঘাত শুরু হওয়ার পর দেশটি ইরানের কাছ থেকে বেশ কয়েকটি হামলার শিকার হয়েছে। এখন আবার হরমুজ প্রণালি পুনরায় খুলে দেওয়ার বিষয়ে ইরানের সঙ্গে আলোচনায় মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করছে ওমান। গত ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানে হামলা চালানোর পর থেকে তেহরান মূলত গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথটি বন্ধ করে রেখেছে। বিশ্বের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস বা এলএনজি এই প্রণালি দিয়ে পরিবহণ করা হয়। তাই এটি খুলে দেওয়া আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে। ওয়াশিংটনও হরমুজ প্রণালি আবার চালুর জন্য নিজস্ব চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ফক্স নিউজের সাংবাদিক ট্রে ইয়িংস্ট ট্রাম্পকে উদ্ধৃত করে বলেন, ”ওমান যদি পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে আমরা তাদের ওপর চরম মাত্রায় বোমা হামলা চালাব।„
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৬.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

পশ্চিমবঙ্গের তারাপীঠের হোটেলে আগুনে আটজনের মৃত্যু, গ্রেফতার মালিক

পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় হিন্দু-তীর্থক্ষেত্র বীরভূম জেলার তারাপীঠে একটি হোটেলে আগুন লেগে অন্তত আটজনের মৃত্যু হয়েছে বলে পুলিশ নিশ্চিত করেছে। গুরুতর জখম হয়ে অসুস্থ একাধিক। তাদের চিকিৎসা চলছে স্থানীয় হাসপাতালে। অগ্নি-সুরক্ষা ব্যবস্থায় গাফিলতির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে ওই হোটেলের মালিক কল্যাণ পালকে। দমকল সুত্রে জানানো হয়েছে, বিদ্যুতের লাইনে শর্ট সার্কিটের জেরে এই আগুন লেগেছে। স্থানীয়রা সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, সামনের দিকের দরজার কাছে আগুন লাগে। কিন্তু পেছনের দিকে দরজাটিও বন্ধ ছিল। অবশ্য মালিকপক্ষ জানিয়েছে, পিছনের দরজাটি খুঁজে পাচ্ছিলেন না ভিতরে আটকে থাকা মানুষজন ফলে সামনের দিক থেকে বের হতে গিয়ে আগুনের মুখে পড়েন তারা। হোটেলে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থায় কোনও ত্রুটি ছিল না বলে জানানো হয়েছে মালিকের তরফে। আজ ১৭ই অগাস্ট বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার। হিন্দুধর্মের অনুসারীদের কাছে এই দিনটি পবিত্র। ওই হোটেলে যারা ছিলেন তাদের অনেকেই পুণ্যার্থী বলে জানা গিয়েছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৬.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

রেডিও তেহরান

বাংলাদেশে সরকারি চাকরিজীবীদের মূল বেতন সর্বোচ্চ ১০০ শতাংশ বাড়ানোর সুপারিশ

বাংলাদেশে সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য প্রস্তাবিত নবম পে-স্কেলে মূল বেতন সর্বোচ্চ ১০০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়েছে। নতুন বেতন কাঠামোতে প্রথম থেকে ২০তম গ্রেড পর্যন্ত সব গ্রেডের চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রেই এই সুপারিশ করা হয়েছে। কাঠামোটি দুই ধাপে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে। এর মধ্যে প্রথম বছরে মূল বেতন এবং দ্বিতীয় বছরে বাড়িভাড়াসহ অন্যান্য ভাতা কার্যকর করার প্রস্তাব করা হয়েছে। নবম পে-স্কেলের চূড়ান্ত প্রতিবেদনে সচিব কমিটির সব সদস্য স্বাক্ষর করেছেন। এর ফলে নতুন বেতন কাঠামো বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া আরো এক ধাপ এগিয়ে গেল। সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের ১৮০ দিন পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় প্রকাশিত `জনগণের সরকারের ১৮০ দিন, শীর্ষক ই-বুকে নবম পে-স্কেল নিয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে `নবম পে স্কেল : সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য বড়ো সুখবর, শিরোনামের অংশে নতুন বেতন কাঠামো বাস্তবায়নের পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ই-বুকে বলা হয়েছে, ২০২৬-২৭ অর্থবছরে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বাবদ ৮৯ হাজার

৮৩৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। পেনশন ও গ্র্যাচুইটি যুক্ত করলে এ খাতে মোট বরাদ্দ দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৪১ হাজার ৪৩৪ কোটি টাকা। অষ্টম বেতন কমিশন গঠনের প্রায় একযুগ পর ২০২৫ সালের ২৭ জুলাই অন্তর্বর্তী সরকার ২৩ সদস্যের নবম জাতীয় বেতন কমিশন গঠন করে। সাবেক অর্থসচিব জাকির আহমেদ খানকে প্রধান করে গঠিত কমিশন চলতি বছরের ২১ জানুয়ারি তৎকালীন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে তাদের প্রতিবেদন জমা দেয়। বিদ্যমান ২০টি গ্রেড বহাল রেখে জাকির আহমেদ খান কমিশন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ১০০ থেকে ১৪০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানোর সুপারিশ করেছিল। কমিশনের প্রস্তাবে সর্বনিম্ন মূল বেতন ৮ হাজার ২৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০ হাজার টাকা এবং সর্বোচ্চ মূল বেতন ৭৮ হাজার টাকা থেকে ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা করার সুপারিশ করা হয়। পরবর্তীতে নতুন বেতন কাঠামো বাস্তবায়নের সুপারিশ তৈরির জন্য গত ২১ এপ্রিল মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গনিকে সভাপতি করে ১০ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, অর্থসচিব, জনপ্রশাসন সচিব, আইন সচিব, প্রতিরক্ষা সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা সচিব, স্বাস্থ্যসেবা সচিব, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার এবং হিসাব মহানিয়ন্ত্রক রয়েছেন।

এর আগে, গত ১১ জুন জাতীয় সংসদে বাজেট উপস্থাপনের সময় অর্থমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, ১ জুলাই থেকে সরকারি কর্মচারীদের জন্য নতুন বেতন কাঠামো বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বাজেট বক্তৃতায় তিনি বলেন, প্রায় ১১ বছর ধরে সরকারি কর্মচারীরা একই বেতন কাঠামোয় বেতন-ভাতা পেয়ে আসছেন। এ সময়ে মূল্যস্ফীতির কারণে তাদের জীবনযাত্রার ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের পরিচালন ও উন্নয়ন ব্যয়ের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণেও সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা বাবদ ৮৯ হাজার ৮৩৬ কোটি টাকা বরাদ্দের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নবম পে-স্কেল বাস্তবায়ন হলে দীর্ঘদিনের অপেক্ষার অবসান হতে পারে সরকারি চাকরিজীবীদের। তবে চূড়ান্তভাবে বেতন বৃদ্ধির হার, বাস্তবায়নের সময়সূচি এবং ভাতার কাঠামো কী হবে, সে বিষয়ে সরকারের পরবর্তী সিদ্ধান্তই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ১৬.০৮.২০২৬ নারগীস)

এনএইচকে

৬০ দিনের আলোচনার সময়সীমা শেষ, বিরোধপূর্ণ অবস্থানেই রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান

যুদ্ধ অবসানের লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী নির্ধারিত ৬০ দিনের আলোচনা পর্ব শেষ হওয়ার পরেও যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে দূরত্ব বজায় রয়েছে। দুটি দেশ জুন মাসে এই সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষর করেছিল। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স বলেছেন, এই সময়কাল ১৮ জুন শুরু হয়, যার অর্থ আলোচনার সময়সীমা রবিবার শেষ হয়েছে। আলোচনার বিষয়গুলোর মধ্যে মার্কিন সামুদ্রিক অবরোধের অবসান, হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচল পুনরায় শুরু, ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি এবং নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। আলোচনা চলাকালীন দুই দেশ পাল্টাপাল্টি হামলা অব্যাহত রাখে। ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি বলেছেন, দুই পক্ষের মধ্যে এমন কোনো যুদ্ধবিরতি চুক্তি কখনই হয়নি, যার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে। হরমুজ প্রণালি পুনরায় খোলার জন্য তেহরান ছয়টি শর্ত রেখেছে, যার মধ্যে রয়েছে ইরানের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, সামরিক অভিযানের কারণে হওয়া ক্ষয়ক্ষতির ক্ষতিপূরণ এবং মার্কিন সামুদ্রিক অবরোধ তুলে নেওয়া। যুক্তরাষ্ট্র ৭ জুলাই ঘোষণা করে যে, তারা ইরানের তেল বিক্রির অনুমতি দেওয়া একটি লাইসেন্স প্রত্যাহার করেছে এবং ১৪ জুলাই সামুদ্রিক অবরোধ পুনরায় চালু করেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৮ জুলাই সাংবাদিকদের বলেন যে, তিনি মনে করেন যুদ্ধবিরতি "শেষ হয়ে গেছে„। (এনএইচকে ওয়েব পেজ: ১৭.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

ডয়চে ভেলে

'শেখ হাসিনা বিলম্ব মার্জনার সুযোগ পাবেন না'

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের (আইসিটি) বিচার সম্পর্কে শেখ হাসিনা `জানতেন না, দাবি করে বিলম্ব মার্জনার কোনো সুযোগ পাবেন না বলে প্রসিকিউশন জানিয়েছে। ডিডাব্লিউর কনটেন্ট পার্টনার দ্য ডেইলি স্টার জানিয়েছে, "রোববার ট্রা ইব্যুনালে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে প্রসিকিউটর গাজী মোনাওয়ার হুসাইন তামিম এ কথা জানান।„ তিনি বলেন, "যারা পলাতক থাকে, তারা ফিরে এসে সবসময় একটা কথাই বলে, সেটি হলো- তিনি প্রসিডিং সম্পর্কে জানতেন না।„ তারা বলতে পারেন যে, "যেহেতু আমার অগোচরে হয়েছে, অতএব আমি এই তামাদি মওকুফ চাই। লম্বা বিলম্বের পরে আমি এসেছি আদালতে, আমি যেহেতু জানতাম না, আমাকে মার্জনা করে দেন, আমি বিচারের সম্মুখীন হতে চাই। „ তিনি বলেন, "শেখ হাসিনাসহ অন্যান্য অভিযুক্তরা এই অজুহাত কোনোভাবেই দিতে পারবেন না। কারণ তারা এই মামলা সম্পর্কে জানেন এবং বিভি ন্ন বক্তব্য দিচ্ছেন। তারা ফিরে আসার কথা বলছেন এবং মামলাকে মিডিয়ার মাধ্যমে ডিফেন্ড করছেন। „ গাজী তামিম জানিয়েছেন, "তারা ট্রাইব্যুনালে এসে এই সুযোগটা নিতে পারবেন না। তখন আমরা দেখাব যে, তারা অলরেডি মামলার কথা জেনে বিভিন্ন সময় বক্তব্য দিয়েছেন। „ মামলার বিচার প্র ক্রিয়ার কথা জানিয়ে প্রসিকিউটর বলেন, "এই মামলাটির অভিযোগ পাওয়া গেছে ২০২৫ সালের

সেপ্টেম্বরে। তখন ট্রাইব্যুনালে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন হয়েছে। তারপরে প্রায় এক বছর হয়ে গেছে। আমি মনে করছি যে, ট্রায়ালটা একদম যথোপযুক্ত হচ্ছে এবং যথানিয়মেই হচ্ছে। আমরা দ্রুতও করছি না, আমরা দেরিও করছি না। আইন অনুযায়ী ঠিক যেখানে যতটুকু সময় দেওয়ার , ঠিক ততটুকু সময় দিয়েই এই মামলাগুলো পরিচালিত হচ্ছে।„ প্রসিকিউটর বলেন , "বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ী , কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাংলাদেশি আদালতের গ্রেফতারি পরোয়ানা বা দণ্ড দেশের পরোয়ানা থাকলে ভারত আইনগতভাবেই তাকে বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করতে পারে।„ (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৭.০৮.২০২৬ রনি)

তারেক রহমানের ভারত সফর আরো দ্রুত হওয়া উচিত : দীনেশ ত্রিবেদী

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ভারত সফর `আরো দ্রুত' হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী। গতকাল রোববার বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় বাংলাদেশে নিযুক্ত আয়ারল্যান্ডের অনারারি কনসাল মাসুদ জামিল খান ও তার স্ত্রী কেট জারো খানের আয়োজন করা নৈশভোজে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন। তিনি মনে করেন, দুই দেশের সরকার প্রধান সরাসরি বৈঠকে বসলে দ্বিপক্ষীয় বিভিন্ন সমস্যা ও মতপার্থক্য সহজে সমাধান করা সম্ভব। দীনেশ ত্রিবেদী বলেন, "বৈঠকের মাধ্যমেই কেবল সমস্যাগুলোর সমাধান করা সম্ভব। আমি এ বিষয়ে খুবই আশাবাদী।„ বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিনি একটি `সোনালি অধ্যায়' দেখতে চান। তিনি বলেন, "বাংলাদেশ ও ভারত দুটি সার্বভৌম দেশ। দুই দেশেরই নিজেদের সমস্যা, মতপার্থক্য ও বিরোধ রয়েছে। তবে আলোচনার মাধ্যমে এসব বিষয় সমাধান করা সম্ভব।„ দীনেশ ত্রিবেদী বলেন, "আমাদের নিজেদের জায়গা দরকার। আমাদের মতপার্থক্য আছে, তর্ক-বিতর্কও আছে। এতে সমস্যা নেই। তবে দুই দেশকে পারস্পরিক সম্মান ও মর্যাদা বজায় রেখে অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।„ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে `জনগণের নেতা' হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, "দুই নেতা বৈঠকে বসলে দুই দেশের অনেক অমীমাংসিত বিষয় সমাধানের পথ তৈরি হতে পারে।„ "এমন দুই নেতা যখন একসঙ্গে বসে কথা বলেন , তখন এমন কোনো সমস্যা নেই , যা আলোচনা করা যায় না বা সমাধান করা যায় না। „ দীনেশ ত্রিবেদী আরো বলেন, "বাংলাদেশ ও ভারত শুধু একটি সীমান্তই ভাগ করে না, দুই দেশের `একটি অভিন্ন স্বপ্নও' রয়েছে। তাই দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে আরো এগিয়ে নিতে হবে।„ এ সময় সাংবাদিকদের মাসুদ জামিল খান বলেন, "বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক এখন বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, যোগাযোগ, জ্বালানি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, নিরাপত্তা, উন্নয়ন সহযোগিতা এবং দুই দেশের মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিস্তৃত হয়েছে। অবশ্যই আরো অনেক কিছু করার সুযোগ আছে। একইসঙ্গে আমাদের চ্যালেঞ্জগুলোকেও স্বীকার করতে হবে।„ নৈশভোজে ঢাকায় নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনার, সাবেক কূটনীতিক, ব্যবসায়ী এবং সাবেক বেসামরিক ও প্রতিরক্ষা কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে, শনিবার ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনে ভারতের ৮০তম স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেওয়ার সময় দীনেশ ত্রিবেদী দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে জনগণের মধ্যে যোগাযোগের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বাণিজ্য, যোগাযোগ, নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসেবাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুই দেশের সহযোগিতা আরও বাড়ানোর আহ্বান জানান। অভিন্ন সমৃদ্ধির জন্য দুই দেশকে একসঙ্গে কাজ করার কথাও বলেন তিনি। এর আগে, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে প্রথম বৈঠককে `ফলপ্রসূ' বলে উল্লেখ করেছিলেন দীনেশ ত্রিবেদী। তিনি জানিয়েছিলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে তারেক রহমানকে ভারত সফরের আমন্ত্রণ এখনো বহাল রয়েছে। দীনেশ ত্রিবেদী তখনও আশা প্রকাশ করেছিলেন, দুই নেতা একসঙ্গে বসলে ইতিবাচক আলোচনা হবে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৭.০৮.২০২৬ রনি)

জাগো নিউজ

প্রধানমন্ত্রীকে সৌদি সফরের আমন্ত্রণ জানালেন ক্রাউন প্রিন্স সালমান

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে সৌদি আরব সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন দেশটির ক্রাউন প্রিন্স ও প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন সালমান বিন আবদুল আজিজ আল সৌদ। প্রধানমন্ত্রীর ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি শাহাদাৎ স্বাধীন এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, সোমবার (১৭ আগস্ট) সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ড. আবদুল্লাহ জাফের এইচ বিন আবিয়াহ আমন্ত্রণপত্রটি তুলে দেন। এদিকে, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ভার তে অনুষ্ঠিতব্য ব্রিকস সম্মেলনের আউটরিচ সেশনে যোগ দেবেন নাকি দ্বিপক্ষীয় সফরে ভারতে যাবেন তা নিয়ে বেশকিছু দিন ধরে আলোচনা চলছে। তবে তার ভারত সফর এখনো চূড়ান্ত হয়নি বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সফরের জন্য ভা রতকে অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। রোববার (১৬ আগস্ট) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এ কে এম শহীদুল করিম বলেছেন , আমরা মনে করি, সফরটির জন্য (ভারতকে) একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে হবে। তিনি জানান, ভারতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের একটি দ্বিপাক্ষিক সফরের সম্ভাব্যতা

যাচাইয়ে কয়েক সপ্তাহ ধরেই বাংলাদেশ এবং ভারতের কর্মকর্তারা আলোচনা করছেন। তিনি বলেন, ৫ আগস্ট ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে শেখ হাসিনার সংবাদ সম্মেলনের কারণে প্রধানমন্ত্রীর সফর নিয়ে এই আলোচনার প্রক্রিয়ায় নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। আমরা এ বিষয়ে আমাদের অবস্থান স্পষ্ট করেছি। ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে শেখ হাসিনা ও অন্যান্য পলাতক অপরাধীদের প্রত্যর্পণের অনুরোধের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে এবং দ্বিপাক্ষিক প্রত্যর্পণ চুক্তি মেনে শহীদ শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকারীদের বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করতে অনুরোধ করেছে বাংলাদেশ। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০৮.২০২৬ রিহাব)

বাংলাদেশে আল কায়েদা নিয়ে জাতিসংঘের রিপোর্ট আমলে নিচ্ছি না: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

বাংলাদেশে আল কায়েদার তৎপরতা নিয়ে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রতিবেদনের বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, ”আমরা এগুলো আমলে নিচ্ছি না, রিপোর্টও এখনো পড়িনি।„ সোমবার (১৭ আগস্ট) সচিবালয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে `বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস পে-কমিশন, ২০২৫,-এর প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও সুপারিশ প্রণয়ন কমিটির সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। সম্প্রতি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশে আল কায়েদার তৎপরতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে নিজেদের স্থায়ী ঘাঁটি ও গোপন সেল গড়ে তোলার চেষ্টা করছে আল কায়েদা। এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ”আমি শুনেছি, সেটা পড়িনি। সেখানে হয়ত কিছু অবজারভেশন দিতে পারে। আমি না দেখে বলতে পারবো না।„ তিনি বলেন, ”আমরা এগুলো আমলে নিচ্ছি না, রিপোর্টও এখনো পড়িনি। তাছাড়া আমি যতটুকু শুনেছি পত্রিকার অন্তরে, সেখানে বলা হয়েছে যে, তারা একটা এজাম্পশন করেছে। অনুমান করেছে যে, এরকম হতে পারে। তো অনুমাননির্ভর রিপোর্টের ওপর আমরা কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছি না। „ এ সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অন্য কোনো দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে বলে গুঞ্জনের বিষয়ে জানতে চান সাংবাদিকরা। জবাবে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ”আমি তো কোনো গুঞ্জন শুনিনি।„ (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০৮.২০২৬ রিহাব)

মালয়েশিয়ায় আশ্রয় নিতে গিয়ে নতুন আতঙ্কে রোহিঙ্গারা

`বাইরে বের হতে ভয় লাগে। বেশিরভাগ সময় ঘরেই থাকি। আমি খুব করে চাই মালয়েশিয়া ছেড়ে যেতে।, রোহিঙ্গা শরণার্থী ও কমিউনিটি সংগঠক নূর সাদেকের কথায় এখন এমনই আতঙ্ক। প্রায় পাঁচ বছর আগে মিয়ানমার থেকে মালয়েশিয়ায় গিয়েছিলেন তিনি। এখন অপরিচিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে নিয়মিত হুমকির বার্তা পান। কেউ কেউ বার্তায় তার অবস্থানের জায়গার নামও লেখেন। এক ব্যক্তি তাকে পাঠিয়েছেন গুলি ছোড়ার একটি ভিডিও। মালয়েশিয়ায় আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের জীবন এমনিতেও সহজ ছিল না। তবে সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বাড়তে থাকা ঘৃণা ও বিদ্বেষের প্রচারণা তাদের সেই জীবনকে আরও কঠিন করে তুলেছে। মিয়ানমারে দীর্ঘদিন ধরে নিপীড়নের শিকার রোহিঙ্গারা বাংলাদেশ ছাড়াও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে আশ্রয়ের খোঁজে ছুটছেন। তাদের অনেকে ঝুঁকিপূর্ণ নৌযানে করে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে মালয়েশিয়ায় পৌঁছান। জাতিসংঘের হিসাবে, বর্তমানে মালয়েশিয়ায় রোহিঙ্গার সংখ্যা এক লাখের বেশি। তবে প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে। মালয়েশিয়ায় তাদের জন্য আনুষ্ঠানিক কোনো শরণার্থী শিবির নেই। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তারা স্বাভাবিক নাগরিক অধিকার পান। দেশটিতে রোহিঙ্গারা আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ করার সুযোগ পান না। তাদের সন্তানদেরও মালয়েশিয়ার সরকারি স্কুলে পড়ার সুযোগ নেই। ফলে জীবিকা, শিক্ষা ও নিরাপত্তা- সব ক্ষেত্রেই অনিশ্চয়তা নিয়ে দিন কাটাতে হয়। সম্প্রতি মালয়েশিয়ার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রোহিঙ্গাবিরোধী প্রচারণা আরও জোরালো হয়েছে। গত মে মাসে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি পোস্ট ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এতে অভিযোগ করা হয়, ঈদুল আজহার সময় জবাই করা পশুর বর্জ্য রোহিঙ্গারা অনুপযুক্তভাবে ফেলেছে। অভিযোগটি ঘিরে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ছড়াতে থাকে। জুনে আরেকটি মিথ্যা তথ্য ছড়ানো হয়। সেখানে দাবি করা হয়, রোহিঙ্গা ও মালয় দম্পতিদের ঘরে ২০ লাখের বেশি শিশু জন্ম নিয়েছে। বিদেশিরা স্থানীয় নারীদের বিয়ে করে নাগরিকত্ব পাওয়ার চেষ্টা করছেন- এমন পুরোনো আশঙ্কাকেও উসকে দেওয়া হয়। আরেকটি পোস্টে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তৈরি একটি ভুয়া ছবি ছড়ানো হয়। ছবিতে কথিত `রোহিঙ্গা মালয়েশিয়ার প্রেসিডেন্টকে, দেখানো হয় এবং দাবি করা হয়, তিনি একটি পুরো শহর রোহিঙ্গাদের জন্য বরাদ্দ দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। পোস্টটি শেয়ারকারীদের মধ্যে মালয়েশিয়ার উপ-প্রধানমন্ত্রীর মেয়েও ছিলেন। এক দশক আগেও পরিস্থিতি এতটা প্রতিকূল ছিল না। ২০১৭ সালে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সামরিক অভিযানের সময় বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গা দেশ ছেড়ে পালাতে শুরু করেন। জাতিসংঘ ওই অভিযানকে `জাতিগত নিধনের পাঠ্যপুস্তকীয় উদাহরণ, হিসেবে বর্ণনা করেছিল। তখন অনেক মালয়েশীয় রোহিঙ্গাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলে গেছে। জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়া এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে অসন্তোষের মধ্যে শরণার্থীরা সহজেই ক্ষোভের লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০৮.২০২৬ রিহাব)

বঙ্গোপসাগরে ফের নিম্নচাপ, ৪ বিভাগে হতে পারে ভারী বৃষ্টি

উত্তরপশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও এর তৎসংলগ্ন বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ উপকূলীয় এলাকায় অবস্থানরত সুস্পষ্ট লঘুচাপটি আরও ঘনীভূত হয়ে নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এর প্রভাবে সাগর উত্তাল রয়েছে। উপকূলীয় এলাকায় ভারী বর্ষণসহ ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে বলে আবহাওয়া অধিদপ্তর জা নিয়েছে। সোমবার (১৭ আগস্ট) আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশের দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চল-পশ্চিমবঙ্গ উপকূল ও তৎসংলগ্ন উত্তরপশ্চিম বঙ্গোপসাগর এলাকায় অবস্থানরত নিম্নচাপের প্রভাবে আজ সকাল ৮টা থেকে পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টায় খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও ভারী (৪৪ থেকে ৮৮ মিলিমিটার/২৪ ঘণ্টা) থেকে অতি ভারী (১৮৮ মিলিমিটার/২৪ ঘণ্টা) বর্ষণ হতে পারে। ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণের কারণে এসব এলাকার কোথাও কোথাও অস্থায়ীভাবে জলাবদ্ধতাসহ চট্টগ্রাম বিভাগের পাহাড়ি এলাকার কোথাও কোথাও ভূমিধ স হতে পারে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের সামুদ্রিক সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, উত্তরপশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন উপকূলীয় এলাকায় অবস্থানরত সুস্পষ্ট লঘুচাপটি ঘণীভূত হয়ে বাংলাদেশের দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চল -পশ্চিমবঙ্গ উপকূল ও তৎসংলগ্ন উত্তরপশ্চিম বঙ্গোপসাগর এলাকায় মৌসুমি নিম্নচাপ আকারে অবস্থান করছে। এটি আরও উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে পারে। এর প্রভাবে দেশের সমুদ্রবন্দর, উত্তর বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার ওপর দিয়ে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরকে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারগুলোকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০৮.২০২৬ রিহাব)

কারাগার থেকে বের হওয়া সন্ত্রাসী-জঙ্গিরা অনেকে বিদেশে, নজরদারি চলছে : রিজভী

কারাগার থেকে বেরিয়ে যাওয়া শীর্ষ সন্ত্রাসী ও জঙ্গিদের অনেকে দেশের বাইরে চলে গেছে এবং সেখান থেকে বিভি ন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ও বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। পলাতক সন্ত্রাসীদের বিষয়ে সরকার ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো অবগত রয়েছে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। সোমবার (১৭ আগস্ট) সরকারের ১৮০ দিন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ স ম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর কারাগার থেকে বেরিয়ে যাওয়া শীর্ষ সন্ত্রাসী ও জঙ্গিদের কেউ কেউ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ায় আইন -শৃঙ্খলা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারকে বেগ পেতে হচ্ছে কি না - সাংবাদিকের এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। রুহুল কবির রিজভী বলেন, আপনারা যে শীর্ষ সন্ত্রাসীদের কথা বলছেন , তারা অধিকাংশ অন্তর্বর্তী সরকারের সময় কারাগার থেকে বেরিয়েছে। এদের অনেকেই দেশের বাইরে চলে গেছেন। সেখান থেকে কিছু কর্মকাণ্ড করছেন। তিনি বলেন, এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়টি সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুলো জানে। এরইমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ প্রসঙ্গে জঙ্গল সলিমপুরের উদাহরণ তুলে ধরে তিনি বলেন , আপনারা দেখেছেন, যার কথা মেহেদী আমিন এখানে উল্লেখ করেছেন , ওই যে জঙ্গল সলিমপুর -সেটা অপরাধমুক্ত করা হয়েছে। এ ধরনের আরও কার্যক্রম চলবে। সরকার অপরাধী ও অপরাধপ্রবণ এলাকাগুলোর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে কাজ করছে বলেও জানান তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০৮.২০২৬ রিহাব)

শিগ্গির জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন করা হবে: জনপ্রশাসন উপদেষ্টা

জনপ্রশাসন সংস্কারের জন্য খুব শি গ্গির আ নুষ্ঠানিকভাবে কমিশন গঠন করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রশাসনবিষয়ক উপদেষ্টা মো. ইসমাইল জবিউল্লাহ। তিনি বলেন, প্রশাসনকে দলীয়করণের প্রভাব থেকে বের করে আনতে সরকার কাজ করছে। কমিশন গঠনের আগে সংশ্লিষ্ট পর্যায়ের `ভূত, পরিষ্কার করার প্রয়োজন রয়েছে। সোমবার (১৭ আগস্ট) সরকারের ১৮০ দিন উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, বিএনপির নির্বাচনি ইশতেহারে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠনের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, সরকার সেই অবস্থান থেকে সরে আসে নি। বরং সেই লক্ষ্যেই কাজ চলছে। এরই মধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। জনপ্রশাসন উপদেষ্টা বলেন, আগের সরকারের `ধ্বজাবাহী, কিছু ব্যক্তি এখনো প্রশাসনের বিভিন্ন জায়গায় রয়েছেন। তাদের চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট জায়গা থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। এ কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত থাকবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০৮.২০২৬ রিহাব)

স্থায়ী গণমাধ্যম কমিশন গঠনে অংশীজনদের সঙ্গে বৈঠক প্রায় শেষ: তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী

স্থায়ী গণমাধ্যম কমিশন গঠনের লক্ষ্যে অংশীজনদের সঙ্গে বৈঠকের কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন। তিনি বলেছেন , পরবর্তী ধাপে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হবে। ওই গ্রুপ জাতীয় কর্মপরিকল্পনার (ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান) খসড়া তৈরি করবে। পরে সেটি মন্ত্রিসভায় উপস্থাপন করা হবে। সোমবার (১৭ আগস্ট) সরকারের ১৮০ দিন উ পলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আয়োজিত ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, গণমাধ্যম কমিশন গঠনের বিষয়ে নির্বাচনি ইশতেহারে প্রতিশ্রুতি রয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকেও এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

গণমাধ্যমের স্বাধীন পরিবেশকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে স্থায়ী গণমাধ্যম কমিশন গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, এরই মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে গণমাধ্যমের যারাই কথা বলেছেন, সবাই সরকার ও প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করেছেন। এ পর্যন্ত কোনো গণমাধ্যমে কোনো ধরনের সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব তারা অনুভব করেননি বলে জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, এ ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক করার জন্য গণমাধ্যম কমিশন গঠনে গণমাধ্যমের অংশীজনদের আগ্রহ এবং সরকারের প্রতিশ্রুতির মধ্যে কোনো অমিল নেই। তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা অংশীজনদের সঙ্গে বৈঠক করার উদ্যোগ নিয়েছি। অংশীজনদের সঙ্গে বৈঠকের কাজও আমরা প্রায় শেষ করে নিয়ে এসেছি। এখন একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হবে জানিয়ে তিনি বলেন, তারা একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনার খসড়া তৈরি করবে। এরপর সেটি সরকারের মন্ত্রিসভায় উপস্থাপন করা হবে। তিনি বলেন, কাজ এগিয়ে চলছে, সাংবাদিক বন্ধুদের সবাইকে সঙ্গে নিয়েই আমরা এগিয়ে যেতে চাই।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০৮.২০২৬ রিহাব)

সৌরবিদ্যুতের আওতায় আসছে স্থানীয় সরকার অফিস, বাড়তি বিদ্যুৎ যাবে গ্রিডে

স্থানীয় সরকার বিভাগের কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ের সব অফিসে পর্যায়ক্রমে রুফটপ সৌরবিদ্যু ৎ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিদ্যুৎ নেট মিটারিংয়ের মাধ্যমে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করে আয় করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সোমবার (১৭ আগস্ট) সচিবালয়ে এ সংক্রান্ত এক সভা শেষে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শা হে আলম সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান। গত ১০ আগস্ট সরকারি অফিসে সৌরবিদ্যুতের অধিকতর ব্যবহার নিশ্চিত করতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জারি করা নির্দেশনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে এ সভা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০৮.২০২৬ রিহাব)

শাহ আমানতে এক ফ্লাইটেই মিললো ১৮০২ কার্টন সিগারেট, জব্দ ১৩ আইফোন

চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সিগারেটের বড়ো চালান আটক করেছে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর (সিআইআইডি)। দুবাই থেকে আসা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে অভিযান চালিয়ে ১ হাজার ৮০২ কার্টন বিদেশি সিগারেট ও ১৩টি আইফোন জব্দ করা হয়েছে। শুল্ক-করসহ আটক পণ্যের মোট মূল্য ৫ কোটি ৫৩ লাখ ৭০ হাজার ৩৯০ টাকা। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। সোমবার (১৭ আগস্ট) সকাল ৮টা ১৮ মিনিটে দুবাই থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের বি জি-১৪৮ ফ্লাইটটি শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছায়। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে ফ্লাইটের যাত্রী ও ব্যাগেজে বিশেষ নজরদারি চালানো হয়। অভিযানে যাত্রী এমডি মঈনুল আবদিনের কাছ থেকে প্লাটিনাম ব্র্যান্ডের ২৪৯ কার্টন ও মন্ড ব্র্যান্ডের ১৫ কার্টন-মোট ২৬৪ কার্টন সিগারেট এবং চারটি আইফোন জব্দ করা হয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০৮.২০২৬ রিহাব)

সামরিক প্রযুক্তি আদান-প্রদানে ইতিবাচক বাংলাদেশ ও কানাডা

প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এ কে এম শামছুল ইসলামের সঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত কানাডার হাইকমিশনার অজিৎ সিংয়ের সৌজন্য সাক্ষাৎ হয়েছে। সাক্ষাতে সামরিক প্রযুক্তি আদান-প্রদান, কৌশলগত প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, যৌথ প্রশিক্ষণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে সহযোগিতা জোরদারের বিষয়ে উভয়পক্ষ ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করে। সোমবার (১৭ আগস্ট) ঢাকা সেনানিবাসস্থ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে প্রতিরক্ষা উপদেষ্টার কার্যালয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সাক্ষাৎকালে প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা এবং কানাডার হাইকমিশনার পারস্পরিক কুশলাদি বিনিময় করেন এবং বাংলাদেশ ও কানাডার মধ্যকার বিদ্যমান দীর্ঘদিনের সৌহার্দ্যপূর্ণ ও চমৎকার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের কথা স্মরণ করেন। সৌহার্দ্যপূর্ণ এই আলোচনায় বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সার্বিক আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কানাডার সম্ভাব্য সহযোগিতার ক্ষেত্র নিয়ে বিস্তারিত মতবিনিম য় হয়। আইএসপিআর আরও জানায়, আলোচনায় সামরিক প্রযুক্তি আদান-প্রদান, কৌশলগত প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, যৌথ প্রশিক্ষণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে সহযোগিতা জোরদারের বিষয়ে উভয়পক্ষ ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করে। এছাড়া, দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান প্রতিরক্ষা ও কূটনৈতিক সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় উন্নীত করার বিষয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে উভয়পক্ষ আশা প্রকাশ করে-দ্বিপক্ষীয় উদ্যোগের মাধ্যমে আগামী দিনগুলোতে বাংলাদেশ ও কানাডার মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও জোরদার ও সুসংহত হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০৮.২০২৬ রিহাব)

ছয় মাসে জনগণের আস্থার প্রতীকে পরিণত হয়েছে সরকার: মাহদী আমিন

১৬ বছরের ফ্যাসিবাদের ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে গত ছয় মাসে বর্তমান নির্বাচিত সরকার জনগণের আস্থার প্রতীকে পরিণত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র ও প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহদী আমিন। তিনি দাবি করেন, এ সময়ে দেশে কোনো রাজনৈতিক হয়রানি হয়নি এবং সর্বোচ্চ বাক্ স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের ছয় মাস (১৮০ দিন) পূর্তি উপলক্ষ্যে সোমবার (১৭ আগস্ট) দুপুরে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কা র্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি। সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকারের গত ১৮০ দিনের বিভিন্ন সাফল্য, সংস্কার কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়। মাহদী আমিন বলেন, ২০১৪ সালের বিনা ভোট, ২০১৮ সালের নিশিরাতের ভোট এবং ২০২৪ সালের ডামি ভোটের নির্বাচন পেরিয়ে সদ্য অনুষ্ঠিত অংশগ্রহণমূলক ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পেরেছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে সরকার কাজ করছে। তিনি বলেন, সংসদের প্রথম অধিবেশনেই শতাধিক অধ্যাদেশকে আইনে রূপান্তর করা হয়েছে। সন্ত্রাসবিরোধী সংশোধিত অধ্যাদেশের মাধ্যমে ফ্যাসিবাদ কায়েমকারী সন্ত্রাসী রাজনৈতিক সংগঠনকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সরকারের অর্থনৈতিক সাফল্যের কথা তুলে ধরে মাহদী আমিন জানান, দায়িত্বগ্রহণের পরপরই মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে কৃষকদের ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত সুদসহ ঋণ মওকুফ করা হয়েছে। এর সুবিধা পেয়েছে ১৩ লাখ কৃষক পরিবার। কৃষকদের জন্য কৃষক কার্ড, নারীদের জন্য ফ্যামিলি কার্ড এবং প্রবাসীদের জন্য প্রবাসী কার্ড চালু করা হয়েছে। পবিত্র রমজানে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে এবং প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ৬০টির বেশি পণ্যে ভ্যাট-ট্যাক্স কমানো হয়েছে। জ্বালানি সংকট নিরসন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ফ্যাসিবাদের রেখে যাওয়া গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকট সমাধানে সরকার বহুমুখী উদ্যোগ নিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও মালয়েশিয়ার শীর্ষ কোম্পানির সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়া র ইব্রাহিমের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সরাসরি আলাপের প্রেক্ষিতে পেট্রোনাসের মাধ্যমে গ্যাস সমস্যার সমাধানে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০৮.২০২৬ রিহাব)

হামের উপসর্গে আরও ৭ জনের প্রাণহানি

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে ৭ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে আক্রান্ত হয়েছে ১ হাজার ৩১টি শিশু। সোমবার (১৭ আগস্ট) বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাম-বিষয়ক হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ৭ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তবে নিশ্চিতভাবে হামে আক্রান্ত হয়ে কোনো শিশুর মৃত্যু হয়নি। এ নিয়ে গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত সারা দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হয়েছে মোট ৮১৬টি শিশুর। আর হামে আক্রান্ত হয়ে আরও ৯৯টি শিশু প্রাণ হারিয়েছে। অর্থাৎ হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে এই সময়ে মোট ৯১৫টি শিশু মারা গেছে। এছাড়া, ২৪ ঘণ্টায় ৫০টি শিশু হামে আক্রান্ত হয়েছে, আর হামের উপসর্গজনিত রোগীর সংখ্যা ৯৮১। এই সময়ে ৯২৯টি শিশু নতুন করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে, আর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে ৯৭৪টি শিশু। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০৮.২০২৬ রিহাব)

৩ লাখ ৯ হাজার রোহিঙ্গার পরিচয় শনাক্ত করেছে মিয়ানমার, ফেরত নিতে বাধা কী

বাংলাদেশের শরণার্থী শিবিরে থাকা রোহিঙ্গাদের মধ্যে প্রায় ৩ লাখ ৯ হাজার বাস্তুচ্যুত মানুষ রাখাইন রাজ্যের বাসিন্দা ছিলেন বলে পরিচয় শনাক্ত করেছে মিয়ানমারের সামরিক সমর্থিত সরকার। তবে, বাংলাদেশ থেকে ৮ লাখ ২৮ হাজার ৮২৪ জনের তালিকা পাঠানো হয়েছিল। এর মধ্যে ১ লাখ ১৩ হাজার ৫০৭ জনের স্থানীয় পরিচয় যাচাই করা সম্ভব হয়নি। সামরিক সমর্থিত সরকারের যাচাইকৃত রোহিঙ্গাদের নিজ ভূমিতে ফেরত পাঠাতে রাখাইনে রাজ্যের নিরাপত্তা পরিস্থিতি জটিলতা সৃষ্টি করেছে। রাখাইনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত তাদের প্রত্যাবাসন শুরু হবে না। এর পাশাপাশি রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যকার একটি দ্বি-পাক্ষিক বিষয় বলে জানিয়েছে দেশটি। মিয়ানমারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানিয়েছে বলে সোমবার (১৭ আগস্ট) এ সংবাদ প্রকাশ করেছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে প্রত্যাবাসন সংক্রান্ত সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে :

১) মিয়ানমারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দেওয়া বিবৃতি অনুযায়ী, ৩১ জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে পাঠানো ৮ লাখ ২৮ হাজার ৮২৪ জনের তালিকার মধ্যে ৩ লাখ ৮ হাজার ৭৯৭ জনকে সাবেক রাখাইন রাজ্যের বাসিন্দা হিসেবে যাচাই করা হয়েছে।

২) জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৭ সালে মিয়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানের পর ৭ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। এখনো অনেকে ঝুঁকিপূর্ণ সমুদ্র ও স্থলপথে মিয়ানমার ছেড়ে বাংলাদেশে আসছে।

৩) মিয়ানমারের দাবি, বাংলাদেশের প্রত্যাবাসন তালিকায় থাকা ৪ হাজার ২৪১ জন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল। এছাড়া, আরও ১ লাখ ১৩ হাজার ৫০৭ জনকে যাচাই করা সম্ভব হয়নি বলে দেশটি জানিয়েছে।

৪) মিয়ানমার বলছে, রাখাইন রাজ্যের নিরাপত্তা পরিস্থিতি আরও স্থিতিশীল না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যাবাসন শুরু করা হবে না।

৫) মিয়ানমারের সেনাবাহিনী বর্তমানে আরাকান আর্মির সঙ্গে লড়াই করছে। এটি রাখাইনে সক্রিয় একটি জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠী, যারা ওই অঞ্চলের জন্য আরও বেশি স্বায়ত্তশাসন চায়।

৬) মিয়ানমারের বক্তব্য অনুযায়ী, রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যকার একটি দ্বিপক্ষীয় বিষয়।

৭) মিয়ানমার বলেছে, ২০১৮ ও ২০১৯ সালের আগের প্রত্যাবাসন উদ্যোগগুলোতে দুই দেশ প্রস্তুতি নিলেও শেষ পর্যন্ত কোনো রোহিঙ্গা মিয়ানমারে ফিরে যায়নি।

৮) মিয়ানমার মালয়েশিয়ায় আশ্রয় নেওয়া ৫,০০০ রোহিঙ্গাকে ফিরিয়ে নিতে সম্মত হয়েছে। তবে মালয়েশিয়া জানিয়েছে, তাদের জীবন ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারে - এমন পরিস্থিতিতে এই প্রত্যাবাসন কার্যকর করা হবে না। উল্লেখ্য, সর্বপ্রথম ১৯৭৮ সালে মিয়ানমারের তৎকালীন সামরিক সরকারের অভিযান ও নির্যাতনে র কারণে প্রায় ২ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। পরে বাংলাদেশ -মিয়ানমার সমঝোতার মাধ্যমে তাদের একটি বড়ো অংশ ফিরে যায়। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য থেকে নির্যাতন ও সহিংসতার কারণে কয়েক দফায় বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। তবে , ২০১৬-১৭ সালে মিয়ানমারের সামরিক অভিযানের পর সাড়ে ৭ লাখের বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০৮.২০২৬ রিহাব)

জ্বালানি সংকটে সরকার দুঃখিত, সমাধানে সর্বোচ্চ চেষ্টা : নজরুল ইসলাম খান

দেশের চলমান জ্বালানি ও গ্যাস সংকটের পেছনে দীর্ঘদিনের অপ্রতুল উদ্যো গের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রভাব রয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান। তিনি বলেন , সংকটের কারণে জনগণকে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। এজন্য সরকার দুঃখিত। তবে পরিস্থিতি মোকাবিলায় সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হচ্ছে। সরকারের ১৮০ দিন পূর্তি উপ লক্ষ্যে সোমবার (১৭ আগস্ট) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের শাপলা হলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, ”আমাদের গোপন করার কিছু নেই। আমরা আপনাদের হয়ে কাজ করছি।„ সরকারের ছয় মাসের কার্যক্রম প্রসঙ্গে তিনি বলেন , বড়ো বড়ো যে-সব সমস্যা আরও তীব্র হয়েছে , সেগুলোর সমাধানে যতটুকু সম্ভব কাজ করা হয়েছে। প্রয়োজনের তুলনায় তা হয়ত যথেষ্ট নয়, তবে একেবারে কমও নয়। জ্বালানি সংকটের ব্যাখ্যায় নজরুল ইসলাম খান বলেন , আমেরিকা-ইসরায়েল ও ইরান যুদ্ধে র কারণে স্বাভাবিক আমদানি ও বিতরণ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়েছে। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের চুক্তি থাকলেও , তারা এখন রপ্তানিতে আগ্রহ দেখাচ্ছে না। তিনি বলেন, অনেক জায়গা থেকে বাংলাদেশ আমদানি করছে। কিন্তু এসব পণ্যবাহী জাহাজ আসতেও দীর্ঘ সময় লাগছে। ফলে জনগণকে কিছুটা দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। নজরুল ইসলাম খান বলেন , সম্ভবত ইতিহাসে প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী জনগণের কাছে এজন্য দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা চেয়েছেন। একইসঙ্গে তিনি আশ্বস্ত করেছেন , পরিস্থিতি সমাধানে সরকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, প্রায় ৪০০ কোটি টাকার মতো অতিরিক্ত ব্যয় হচ্ছে। বাংলাদেশের মতো একটি অর্থনীতি থেকে জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং তাদের প্রয়োজন বিবেচনা করেই এই অতিরিক্ত ব্যয় করা হচ্ছে। যত দ্রুত সম্ভব এসব সমস্যার সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া যাবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। সংকট মোকাবিলায় সরকার অপ্রস্তুত অবস্থা য় পড়েছে উল্লেখ করে নজরুল ইসলাম খান বলেন , ”অত্যন্ত অপ্রস্তুত অবস্থায় আমরা এই সংকটের মধ্যে পড়েছি। কে জানত , যুদ্ধটা এভাবে শুরু হবে ? কে জানত, এর প্রভাবে আমাদের আমদানি প্রক্রিয়া এভাবে ব্যাহত হবে ?„ তিনি বলেন, পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকার চেষ্টা করছে। এতে জনগণের কষ্ট হচ্ছে, সেজন্য সরকার দুঃখিত। তবে সমস্যার সমাধানে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হচ্ছে। ”আমরা আশা করছি , ইনশাল্লাহ আমরা সফল হবো। কারণ , আমাদের আন্তরিকতার কোনো ঘাটতি নেই এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রীর চেষ্টারও কোনো ত্রুটি নেই,„ বলেন তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০৮.২০২৬ রিহাব)

২০ বছর ধরে শুধু চুনাপাথর আমদানি, রপ্তানি হয় না কিছুই

চুনাপাথর আমদানিতেই সীমাবদ্ধ রয়েছে সিলেটের ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর। প্রতিদিন ২০০-৩০০ ট্রাক চুনাপাথর আমদানি হচ্ছে এই বন্দর দিয়ে। আগে সনাতন পদ্ধতিতে পাথর খালাস হতো , এখন হচ্ছে ডিজিটাল স্কেলের সাহায্যে। পূর্ণাঙ্গ স্থলবন্দর ঘোষণার পর সুবিধা বলতে শুধু এটাই। এই একটি সুবিধা ছাড়া আরও কোনো সুফল পাচ্ছেন না ব্যবসায়ীরা। পাথর ছাড়া আর কোনো পণ্য আমদানি কিংবা রপ্তানির সুযোগ তৈরি হয়নি এখানে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ২০১৯ সালে শুল্ক স্টেশনটিকে `ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর, হিসেবে ঘোষণা করে সরকার। ভারতের অংশে একটি `টিনের ঘর, ছাড়া আর কোনো স্থাপনা না থাকার পরও ঢাকঢোল পিটিয়ে দেশের ২৪তম স্থলবন্দর হিসেবে ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দরের নির্মাণকাজ শুরু করা হয়। ২০২৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর ১৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত দৃষ্টিনন্দন ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন অন্তর্বর্তী সরকারের নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার এম সাখাওয়াত হোসেন। ওই সময় স্থানীয় ব্যবসায়ীরা স্থলবন্দর নির্মাণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। সেসময় ব্যবসায়ীরা দাবি করেছিলেন , লুটপাটের জন্যই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ভারত থেকে শুধু চু নাপাথরের জন্য এত বড়ো বন্দরের প্রয়োজন নেই। সূত্র জানায়, ২০05 সাল থেকে ভোলাগঞ্জ শুল্ক স্টেশন দিয়ে চুনাপাথর আমদানি শুরু হয়। এতে ভোলাগঞ্জের ওপারে ভারতের খাসি হিলস জেলার মাজাই এলাকার ব্যবসায়ীরা পাথর রপ্তানি করছেন। তারা ১৬০ কিলোমিটার পথ ঘুরে সিলেটের তামাবিল স্থলবন্দর ব্যবহার না করে সহজে ভোলাগঞ্জ ব্যবহার করতে পারছেন, সেজন্য স্টেশনটি চালু করা হয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০৮.২০২৬ রিহাব)

খাদ্যপণ্যে ২ শতাংশের বেশি ট্রান্স ফ্যাট নিষিদ্ধ করলো বিএসটিআই

দেশে হৃদরোগসহ বিভিন্ন অসংক্রামক রোগের ঝুঁকি কমাতে খাদ্যপণ্যে শিল্পোৎপাদিত ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিড (টিএফএ) নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূলে নতুন উদ্যোগ নিয়েছে পণ্যের মান প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই)। এরই ধারাবাহিকতায় ভোজ্যতেল, বনস্পতি, লাচ্চা সেমাই, ডেকোরেটেড কেক, চিপস, চানাচুরসহ বিভিন্ন খাদ্যপণ্যে ট্রান্স ফ্যাটের সর্বোচ্চ মাত্রা ২ শতাংশ নির্ধারণ করে মান প্রণয়ন করা হয়েছে। সোমবার (১৭ আগস্ট) ঢাকার তেজগাঁওয়ে বিএসটিআইয়ের প্রধান কার্যালয়ে বিএসটিআই ও ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে 'বাংলাদেশে টিএফএমুক্ত ভোজ্যতেল ও পিএইচও (পার্শিয়ালি হাইড্রোজেনেটেড অয়েল) উৎপাদন উৎসাহিতকরণ, শীর্ষক অংশীজন পরামর্শ সভায় এসব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। পরে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানায় সংস্থাটি। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএসটিআই মহাপরিচালক (সচিব) কাজী ইমদাদুল হক। বিশেষ অতিথি ছিলেন ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের অধ্যাপক ডা. সোহেল রেজা চৌধুরী। রিসোর্স পারসন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল আলীম।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০৮.২০২৬ রিহাব)

সংকটে অকেজো প্রায় গোসাইরহাট স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স

শরীয়তপুর জেলার অন্যতম একটি উপজেলা গোসাইরহাট। যার জেলা শহর থেকে দূরত্ব অন্যান্য উপজেলার চাইতে অনেক বেশি। তবে এই উপজেলার থেকে বেশি নাজুক অবস্থা এখানকার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের। ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীত হওয়া হাসপাতালটিতে ২২ জন চিকিৎসকের বিপরীতে রয়েছে মাত্র ১১ জন। যার মধ্যে নেই গুরুত্বপূর্ণ সার্জারি, গাইনি ও অ্যানেসথেশিয়া চিকিৎসক। ফলে চালুর পর থেকেই বন্ধ আছে গুরুত্বপূর্ণ সব অপারেশন। আর এই সুযোগটি নিয়ে রোগীদের গলা কাটছে আশপাশে গড়ে ওঠা নামে-বেনামের বেসরকারি ডায়াগনস্টিক ও ক্লিনিকগুলো। স্থানীয় ও সরেজমিনে জানা যায়, ১৯৫৮ সালে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র হিসেবে যাত্রা শুরু হয় গোসাইরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটির। ১৯৮৩ সালে এটিকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হিসেবে রূপান্তরিত করা হয়। সবশেষ ২০১৮ সালে এটিকে ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়। একটি পৌরসভা ও ৮টি ইউনিয়নের অন্তত দুই লাখ মানুষের একমাত্র সরকারি চিকিৎসা সেবার ভরসা এই ৫০ শয্যাবিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। তবে দীর্ঘদিনের জনবল সংকট, চিকিৎসক ঘাটতি, নষ্ট যন্ত্রপাতি ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে এখান থেকে কাঙ্ক্ষিত সেবা পাচ্ছেন না রোগীরা। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সূত্র জানায়, হাসপাতালটিতে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এবং আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তাসহ মোট ২২টি পদ রয়েছে। এরমধ্যে শুধু চিকিৎসক রয়েছেন ১১ জন। এছাড়া বাকি ১১টি পদ শূন্য। গুরুত্বপূর্ণ জুনিয়র কনসালটেন্ট (সার্জারি), জুনিয়র কনসালটেন্ট (গাইনি), জুনিয়র কনসালটেন্ট (অ্যানেসথেশিয়া) চিকিৎসকের পদগুলো সম্পূর্ণ শূন্য পড়ে আছে। ফলে বন্ধ আছে সব ধরনের গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন। এছাড়াও হাসপাতালের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) পদটিও শূন্য। অপরদিকে দুইজন মেডিকেল অফিসারের বিপরীতে রয়েছে একজন, ইমারজেন্সি মেডিকেল অফিসারের ৪টি পদের বিপরীতে রয়েছে ২টি। এছাড়াও সহকারী সার্জন ৭টি পদের বিপরীতে রয়েছে মাত্র দুইজন। অর্থাৎ এখানে পাঁচটি পদই ফাঁকা।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০৮.২০২৬ রিহাব)

ঘনঘন লোডশেডিংয়ে অর্ধেকে নেমেছে পোল্ট্রি খামারের ডিম উৎপাদন

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার হাতি কাটা গ্রামের তিন বিঘা জমিতে গড়ে ওঠা জোয়ার্দ্দার পোল্ট্রি ফার্মে প্রায় তিন হাজার লেয়ার মুরগি রয়েছে। খামারটিতে স্বাভাবিক সময়ে প্রতিদিন গড়ে প্রায় দুই হাজার ডিম উৎপাদন হয়। কিন্তু সম্প্রতি ঘন ঘন লোডশেডিংয়ের কারণে সেই উৎপাদন কমে ৫০০ থেকে ৭০০ পিসে নেমে এসেছে। খামার মালিক পিন্টু জোয়ার্দ্দার জানান, লোডশেডিংয়ের আগে তার খামারে মাসে ৭৫ হাজারের বেশি ডিম উৎপাদন হতো। বর্তমানে তা কমে প্রায় ৬০ হাজারে দাঁড়িয়েছে। বিদ্যুৎ না থাকায় মুরগির খামারে জেনারেটর চালাতে হচ্ছে। এতে জ্বালানি খরচ বেড়ে যাওয়ায় উৎপাদন ব্যয়ও বাড়ছে। প্রতি মাসে তার অতিরিক্ত প্রায় এক লাখ টাকা খরচ হচ্ছে। এ অবস্থা শুধু পিন্টু জোয়ার্দ্দারের একারই নয়, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার প্রতিটি খামারিরই এই অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, জেলায় প্রান্তিক পর্যায়ে আট হাজার ২৯৫টি ব্রয়লার, পাঁচ হাজার ৯২৮টি লেয়ার এবং ৩৯৮টি হাঁসের খামার রয়েছে। এছাড়া কোম্পানি পর্যায়ে রয়েছে ৬২টি ব্রয়লার, ২১টি লেয়ার এবং ছয়টি হাঁসের খামার। এসব খামারের অনেকগুলোই বিদ্যুৎনির্ভর হওয়ায় দীর্ঘ সময় লোডশেডিং হলে উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনায় প্রভাব পড়ছে।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০৮.২০২৬ রিহাব)

প্রিমিয়ার গ্রুপের ৩ কর্মকর্তাকে দুদকের জিজ্ঞাসাবাদ

প্রিমিয়ার গ্রুপের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাসহ তিন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। প্রিমিয়ার ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান ও সাবেক সংসদ সদস্য ডা. হেফজুল বারি মোহাম্মদ ইকবাল (এইচ বি এম ইকবাল) এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং অপরাধের অভিযোগ অনুসন্ধানে এ জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। সোমবার (১৭ আগস্ট) দুদকের প্রধান কার্যালয়ে বিকেল সাড়ে ৩টা থেকে এ কার্যক্রম শুরু হয়। দুদকের উপ - পরিচালক মো. হোসাইন শরীফের নেতৃত্ব একটি টিম জিজ্ঞাসাবাদ করছে। ২০২৫ সালের অক্টোবরে ইকবাল ও তার ছেলে ইমরান ইকবালের বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে পৃথক দুটি মামলা করে দুদক। পাশাপাশি ইকবালের স্ত্রী আঞ্জুমান আরা শিল্পী ও অপর ছেলে মঈন ইকবালকে সম্পদ বিবরণী দাখিলের নির্দেশ দেয় দুদক। একই বছরের ২৫ নভেম্বর ইকবালসহ ২০ জনের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা দেন আদালত। এছাড়া চলতি বছরের ৭ জানুয়ারি প্রিমিয়ার ব্যাংকের বিজ্ঞাপন প্রচারের নামে ৮ কোটি ১৭ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ইকবাল, তার দুই ছেলে, ব্যাংকের শীর্ষ কর্মকর্তা, পরিচালনা পর্ষদের সদস্য, এক বিজ্ঞাপনী সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ ১৫ জনের বিরুদ্ধে পাঁচটি মামলা করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০৮.২০২৬ রিহাব)

লিথুয়ানিয়াকে বাংলাদেশ থেকে আরও বেশি দক্ষ জনশক্তি নিয়োগের আহ্বান

ইউরোপের দেশ লিথুয়ানিয়াকে বাংলাদেশ থেকে আরও বেশি দক্ষ জনশক্তি নিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির। বাংলাদেশে নিযুক্ত লিথুয়ানিয়ার অনাবাসিক রাষ্ট্রদূত ডায়ানা মিকেভিসিয়েন তার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি এ আহ্বান জানান। সোমবার (১৭ আগস্ট) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. কামরুল ইসলাম ভুঁইয়া এ তথ্য জানান। সাক্ষাৎকালে বাংলাদেশ ও লিথুয়ানিয়ার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ, শিক্ষা ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতে সহযোগিতা, দক্ষ মানবসম্পদ বিনিময় এবং ঢাকায় লিথুয়ানিয়ার ভিসা সেন্টার স্থাপনসহ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বাংলাদেশ ও লিথুয়ানিয়ার মধ্যে বিদ্যমান ধারাবাহিক যোগাযোগ ও সহযোগিতার প্রশংসা করেন। বাংলাদেশের দক্ষ ও প্রশিক্ষিত মানবসম্পদের সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে উপদেষ্টা লিথুয়ানিয়াকে বাংলাদেশ থেকে আরও বেশি দক্ষ জনশক্তি নিয়োগের আহ্বান জানান। একইসঙ্গে বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য ভিসা প্রক্রিয়া সহজতর করতে ঢাকায় লিথুয়ানিয়ার একটি ভিসা সেন্টার স্থাপনের অনুরোধ জানান তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০৮.২০২৬ রিহাব)

কালুরঘাটের স্বাধীনতা কমপ্লেক্স এখন 'জিয়া স্মৃতি কমপ্লেক্স'

চট্টগ্রামের কালুরঘাটের স্বাধীনতা কমপ্লেক্সের নাম পরিবর্তন করেছে সরকার। ঐতিহাসিক এই কমপ্লেক্সের নাম বদলে 'জিয়া স্মৃতি কমপ্লেক্স' করে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় গত ১২ আগস্ট প্রজ্ঞাপন জারি করে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, চট্টগ্রাম জেলার ঐতিহাসিক কালুরঘাটস্থ 'স্বাধীনতা কমপ্লেক্সটি' (চট্টগ্রাম জেলার পাঁচলাইশ উপজেলাধীন চাঁনগাঁও মৌজার) এখন থেকে 'জিয়া স্মৃতি কমপ্লেক্স' নামে অভিহিত হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০৮.২০২৬ রিহাব)

এই সরকার যে স্বাভাবিকভাবে চলছে, এটাই অনেক কিছু: আতিকুর রহমান রুমন

জঞ্জাল ও সংকট পেরিয়ে বর্তমান সরকার স্বাভাবিকভাবে দেশ পরিচালনা করতে পারছে - এটিকে বড়ো অর্জন বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন। তিনি বলেন, এই সরকার যে স্বাভাবিকভাবে চলছে, এটাই অনেক কিছু। সোমবার (১৭ আগস্ট) দুপুরে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বর্তমান সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের ৬ মাস (১৮০ দিন) পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন। আতিকুর রহমান রুমন বলেন, আজ আমাদের জনগণের সরকারের ১৮০ দিন পূর্তি। আমি শুধু বলবো, এই সরকার যে স্বাভাবিকভাবে চলছে, এটাই আপনাদের কাছে অনেক কিছু। বিগত সরকারের রেখে যাওয়া পরিস্থিতির সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব বলেন, বিগত সরকার যে জঞ্জাল, যে অবস্থায়, ভঙ্গুর দশায় দেশকে রেখে গেছে, আমরা যে সরকার পরিচালনা করতে পারছি, তারেক রহমান যে সরকার পরিচালনা করতে পারছেন, এটাই কিন্তু অনেক বড়ো কিছু। এর আগে, বক্তব্যের শুরুতে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০৮.২০২৬ রিহাব)

কথা বলার জায়গা সংকুচিত হচ্ছে, ঠেকাতে সবাইকে ভূমিকা রাখতে হবে: নাহিদ

ধীরে ধীরে গণতন্ত্র সংকুচিত হয়ে আসছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক ও জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ মো. নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেন, কথা বলার জায়গাও সংকুচিত হচ্ছে। এই সংকোচন ঠেকাতে সাংবাদিকসহ সবাইকে ভূমিকা পালন করতে হবে। সোমবার (১৭ আগস্ট) রাজধানীর গুলশানে একটি হোটেলে ডেমোক্রেটিক জার্নালিস্ট অ্যালায়েন্সের (ডিজেএ) আয়োজনে 'সাংবাদিকের চোখে জুলাই' শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। নাহিদ বলেন, জুলাই অভ্যুত্থানের সময় সাংবাদিকরা প্রতিকূলতার মধ্যেও সাহসী ভূমিকা পালন করেছেন। আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে মাঠে থাকা সাংবাদিকদের সঙ্গে

আমাদের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। তারা বিভিন্ন সময় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য , নিউজ ও ইনসাইট দিয়ে আমাদের সহায়তা করেছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০৮.২০২৬ রিহাব)

উপ-সচিব পদে পদোন্নতি পেলেন ২৭৭ কর্মকর্তা

প্রশাসনে সিনিয়র সহকারী সচিব থেকে উপসচিব পদে পদোন্নতি পেয়েছেন ২৭৭ জন কর্মকর্তা। সোমবার (১৭ আগস্ট) এ পদোন্নতি দিয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। পদোন্নতিপ্রাপ্তদের মধ্যে বিদেশে বিভিন্ন দূতাবাস ও মিশনে থাকা ১৫ জন সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদার কর্মক র্তাও রয়েছেন। পদোন্নতি পাওয়া কর্মকর্তাদের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা হয়েছে। তবে নতুন উপ -সচিবদের পদায়ন করে আদেশ জারি করা হয়নি। বিএনপি সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর বড়ো পরিসরে এটি দ্বিতীয় দফায় পদোন্নতি। এর আগে, গত ৯ জুলাই ১৭৯ জন কর্মকর্তাকে যুগ্ম সচিব পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল। পদোন্নতির আদেশে উল্লিখিত কর্মস্থল থেকে কোনো কর্মকর্তার দপ্তর বা কর্মস্থল এরই মধ্যে পরিবর্তন হলে কর্মরত দপ্তরের নাম -ঠিকানা উল্লেখ করে তিনি যোগদানপত্র দাখিল করবেন। পরবর্তী সময়ে কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোনো বিরূপ বা ভিন্নরূপ তথ্য পাওয়া গেলে তার ক্ষেত্রে এই আদেশের প্রয়োজনীয় সংশোধন বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে আরও বলা হয় , সরকারের উপ-সচিব পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা যোগদানপত্র জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর সরাসরি বা অনলাইনে ই -মেইলে (sal@mopa.gov.bd) দাখিল করতে পারবেন। সিনিয়র সহকারী সচিব থেকে উপসচিব পদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে মূল বিবেচ্য ছিল বিবিএস ৩১তম ব্যাচ। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৭.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ৪৩ কোটি টাকার স্কলারশিপ দিচ্ছে জাপান

জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ২০২৬ সালের জাপানিজ গ্রান্ট এইড ফর হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট স্কলারশিপ (জেডিএস) অনুদান চুক্তি সই হয়েছে। সোমবার (১৭ আগস্ট) এ চুক্তিতে সই করেন জাইকা বাংলাদেশ অফিসের চিফ রিপ্রেজেন্টেটিভ তাকাহাশি জুনকো ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সচিব মো. শাহরিয়ার কাদের ছিদ্দিকী। জেডিএস স্কলারশিপের মাধ্যমে সম্ভাবনাময় তরুণ সরকারি কর্মকর্তাদের জাপানের বিশ্ববিদ্যা লয়গুলোতে মাস্টার্স ও পিএইচডি পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ দেওয়া হবে। এর লক্ষ্য - দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা, যাতে তারা দেশে ফিরে বাংলাদেশের আর্থ -সামাজিক উন্নয়নে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন। পাশাপাশি জাপানের শিক্ষা , সংস্কৃতি, সমাজ ও কর্মপরিবেশ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ দেওয়া। ২০২৬ সালের এ অনুদান চুক্তির আওতায় ৩৩ জন সরকারি কর্মকর্তার জন্য সর্বোচ্চ ৫৬৭ মিলিয়ন জাপানি ইয়েন (বাংলাদেশি প্রায় ৪৩ কোটি টাকা) স্কলারশিপ দেওয়া হবে। এর মধ্যে ৩০ জন মাস্টার্স ও তিনজন ডক্টরাল (পিএইচডি) পর্যায়ে অধ্যয়নের সুযোগ পাবেন। ২০০২ সালে জেডিএস স্কলারশিপ চালু হওয়ার পর থেকে এর অধীনে এ পর্যন্ত ৬২৩ জন বাংলাদেশি সরকারি কর্মকর্তা জাপানে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছেন। অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরের আগে একই অনুষ্ঠানে প্রকল্পটির এক্সচেঞ্জ অব নোটসে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত সাইদা শিনইচি ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব মো . শাহরিয়ার কাদের ছিদ্দিকী। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৭.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

সরকারি ব্যানার-ফেস্টুনে প্রধানমন্ত্রীর ছবি বন্ধের সিদ্ধান্ত জনস্বার্থে

সরকারি অনুষ্ঠানের ব্যানার-ফেস্টুনে প্রধানমন্ত্রীর ছবি বন্ধের সিদ্ধান্তকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রচারের পরিবর্তে রাষ্ট্রের কাজ ও জনস্বার্থকে সামনে আনার দৃষ্টিভঙ্গির প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করেছে সরকার। সরকারের প্রকাশিত `জনগণের সরকারের ১৮০ দিন, শীর্ষক ই-বুকে এমনটি বলা হয়েছে। ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি দীর্ঘ দেড় দশকের ফ্যাসিবাদী শাসনের অবসানের পর জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের আগে বিএনপি ৩১ দফা নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা করে। ১৭ ফেব্রুয়ারি সরকার গঠন করে বিএনপি। চলতি বছরের ১৭ আগস্ট পর্যন্ত সরকারের ছয় মাস পূর্ণ হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে সরকারের প্রকাশিত `জনগণের সরকারের ১৮০ দিন, শীর্ষক ই-বুকে বলা হয়েছে, দায়িত্ব নেওয়ার সময় দেশ ছিল আমদানিনির্ভর ও ঋণনির্ভর অর্থনীতি , ভঙ্গুর অর্থনীতি, বিভাজিত প্রশাসন এবং দুর্বল শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার মধ্যে। সরকার প্রথম দিন থেকেই পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেছে। তবে প্রথম ১৮০ দিনে প্রতিটি খাতে শতভাগ সাফল্যের দাবি করেনি সরকার। ই -বুকে উল্লেখ করা হয়েছে , জনগণের জীবনমান উন্নয়নে সরকারের শতভাগ আন্তরিকতা ছিল। অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা, কৃষির পুনরুজ্জীবন, সামাজিক সুরক্ষা সম্প্রসারণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ এবং বিশ্ব পরিসরে বাংলাদেশের অবস্থান দৃঢ় করার ওপর গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৭.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার ৭৪ শতাংশ

বর্তমান সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর গত ৩১ জুলাই পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ১৭টি মন্ত্রিসভা বৈঠকে নেওয়া ১০৮টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ৮০টি বাস্তবায়ন হয়েছে। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার ৭৪ শতাংশ। মন্ত্রিসভার বৈঠকে নেওয়া সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে ২০২৬ সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক (মে-জুলাই) প্রতিবেদন মন্ত্রিসভায় উপস্থাপন করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে প্রস্তুত করা প্রতিবেদনে এ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে । সোমবার (১৭ আগস্ট) সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী , বর্তমান সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত ১৭টি মন্ত্রিসভার বৈঠকে ৮৪টি সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়। এসব বৈঠকে মোট ১০৮টি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে ৮০টি (৭৪ শতাংশ) এবং বাস্তবায়নাধীন রয়েছে ২৮টি (২৬ শতাংশ)। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত ৪৩টি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন সময়ে মন্ত্রিসভা সাতটি নীতি , কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন করেছে। এছাড়া তিনটি আন্তর্জাতিক চুক্তি ও প্রটোকলের খসড়া সই বা অনুসমর্থনের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং দুটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বর্তমান সরকারের মেয়াদে জাতীয় সংসদের অধিবেশনে মোট ১০৪টি আইন পাস হয়েছে বলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৭.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

অস্ট্রেলিয়ায় ঐতিহাসিক টেস্ট জয়ে টাইগারদের মন্ত্রিসভার অভিনন্দন

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে স্বাগতিকদের হারিয়ে বাংলাদেশের প্রথম টেস্ট জয়ে জাতীয় ক্রিকেট দলকে অভিনন্দন জানিয়েছে মন্ত্রিসভা। সোমবার (১৭ আগস্ট) সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের এ ঐতিহাসিক সাফল্যের জন্য অভিনন্দন প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। মন্ত্রিসভা বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল , দলের অধিনায়ক, খেলোয়াড়, কোচ, সাপোর্ট স্টাফ, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছে। গত ১৩ থেকে ১৭ আগস্ট অস্ট্রেলিয়ার ডারউইনে অনুষ্ঠিত দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচে স্বাগতিক অস্ট্রেলিয়াকে ৯ উইকেটে হারায় বাংলাদেশ। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এটিই বাংলাদেশের প্রথম টেস্ট জয়। মন্ত্রিসভার অভিনন্দন প্রস্তাবে বলা হয় , বাংলাদেশের এ সাফল্য শুধু একটি ম্যাচের জয় নয়। এটি আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান সক্ষমতা , আত্মবিশ্বাস, শৃঙ্খলা, দলগত সংহতি ও প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতার উজ্জ্বল বহিঃপ্রকাশ। ঐতিহাসিক এই সাফল্য দেশে র তরুণ ও উদীয়মান প্রজন্মকে খেলাধুলায় আরও উৎসাহিত করবে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের মর্যাদা ও ভাবমূর্তি আরও সুদৃঢ় করবে বলে অভিনন্দন প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৭.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদই মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার শক্তিশালী দর্শন: তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী

তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন বলেছেন, বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদই দেশের সব মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক দর্শন। তিনি বলেন , ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, নৃ-গোষ্ঠী বা অন্য কোনো পরিচয়ের ভিত্তিতে বিভাজন নয়; বরং নাগরিক পরিচয়ের ভিত্তিতে বাংলাদেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখার দর্শনই বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের মূল শক্তি। সোমবার (১৭ আগস্ট) জাতীয় প্রেস ক্লাবের আবদুস সালাম মিলনায়তনে `বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ, তারেক রহমান ও বর্তমান প্রেক্ষাপট , শীর্ষক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি। তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব ঘটেছে। এসব দলের রাজনৈতিক দর্শন বিশ্লেষণ করলে জাতীয়তাবাদ , রাষ্ট্র ও নাগরিক পরিচয়ের বিষয়ে তাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য স্পষ্ট হয়। বাংলাদেশের ৫৬ হাজার বর্গমাইলের ভূখণ্ডে বসবাসকারী সব মানুষের পরিচ য় ও মর্যাদাকে ধারণ করেই রাষ্ট্র পরিচালনার দর্শন গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠের সংস্কৃতি আর গণতন্ত্রের সংস্কৃতি এক নয়। একটি রাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের পাশাপাশি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীরও সমান অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে পরিচয়ভিত্তি ক বিভাজনের নানা অভিজ্ঞতা রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ঘটনাপ্রবাহসহ এসব অভিজ্ঞতা আমাদের মনে করিয়ে দেয় , দেশের বৈচিত্র্যকে ধারণ করেই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের অবদানের কথা উল্লেখ করে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, মুসলিম-অমুসলিম, বাঙালি-অবাঙালি পরিচয়কে ঘিরে রক্তাক্ত ইতিহাস ও বিভাজনের অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে শহিদ জিয়াউর রহমান বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের ধারণাকে রাজনৈতিকভাবে কাঠামোবদ্ধ করেন। ধর্মীয় বা নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের পরিবর্তে নাগরিক পরিচয়কে জাতীয় পরিচয়ের ভিত্তি করার মধ্যদিয়ে তিনি বাংলাদে শের রাজনীতিতে একটি নতুন দর্শনের সূচনা করেন।

স্বাধীনতা-উত্তর রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন , ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন এবং পরবর্তী অস্থিরতার মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ এক গভীর সংকটের মধ্যে পড়ে। সেই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান

রাজনৈতিক প্রক্রি য়া পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ নেন। বহুদলীয় রাজনীতির পুনঃপ্রবর্তন এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে তিনি বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন ধারার সূচনা করেন। তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, একদলীয় শাসনের বিপরীতে বহুদলীয় গণতন্ত্র এবং একক পরিচয়ের বিপরীতে বহু পরিচয় , বহু মত ও বহু সংস্কৃতির সহাবস্থান - বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক শক্তির মূল জায়গা এখানেই। তিনি বলেন , শহিদ জিয়াউর রহমানের পর দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের এই রাজনৈতিক দর্শনকে আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্যদিয়ে এগিয়ে নিয়েছেন। আজ সেই ধারাবাহিকতার নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের দর্শনকে গভীরভাবে বুঝতে পারলে বর্তমান বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বের অন্তর্নিহিত শক্তিও আরও স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান যে রাজনৈতিক বাস্তবতায় সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছেন, তার পেছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রাম এবং বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের ধারাবাহিক বিকাশ। শহিদ জিয়াউর রহমান যে আলোকবর্তিকা প্রজ্বলিত করেছিলেন , দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তা সংগ্রামের মধ্যদি য়ে বহন করে এনেছেন , এখন সেই আলোকবর্তিকা প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের হাতে। বিএনপি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট নজমুল হক নান্নুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্য শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৭.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

অর্থনৈতিক-বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদারে ঢাকায় ভারতের ব্যবসায়ী নেতারা

দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদারে ঢাকায় এসেছে ভারতের উচ্চপর্যায়ের একটি ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল। সোমবার (১৭ আগস্ট) প্রতিনিধিদলটি ঢাকায় পৌঁছায়। তিনদিন তারা বাং লাদেশে অবস্থান করবেন বলে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশন এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে। সহযোগিতা বাড়ানোর সম্ভাবনা খুঁজতে ১৭ থেকে ১৯ আগস্ট বাংলাদেশ সফর করছে ভারতের কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রির (সিআইআই) উচ্চপর্যায়ের একটি ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দল। কনফেডারে শন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রির (সিআইআই) মহাপরিচালক চন্দ্রজিৎ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলে ভারতের শীর্ষস্থানীয় বিভিন্ন কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠানের ১৪ জন ব্যবসায়ী নেতা রয়েছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন- ভারত বায়োটেক, ইনফ্রাভিশন ফাউন্ডেশন, গোদরেজ ইন্ডাস্ট্রিজ, অরবিন্দ লিমিটেড, এলএমডব্লিউ গ্লোবাল , মাহিন্দ্রা গ্রুপ , লারসেন অ্যান্ড টুব্রো (এলঅ্যান্ডটি), ফোর্বস মার্শাল , নুমালিগড় রিফাইনারি লিমিটেড, অ্যাপোলো হাসপাতাল ও ইন্ডিয়ান অয়েল করপোরেশনের প্রতিনিধি। এছাড়া সিআইআই সচিবালয়ের কর্মকর্তারাও প্রতিনিধিদলে রয়েছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৭.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

রেডিও টুডে

`হাসিনা ভারতে কোন স্ট্যাটাসে আছেন, তা এখনো ক্লিয়ার আমরা জানি না, : চিফ প্রসিকিউটর

ভারতে অবস্থানরত দণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঠিক কোন স্ট্যাটাসে বা কী প্রক্রিয়ায় সেখানে আছেন , সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য বাং লাদেশের কাছে নেই বলে জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম। সোমবার (১৭ আগস্ট) সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। চিফ প্রসিকিউটর বলেন, শেখ হাসিনা বিচার প্রক্রিয়ায় দণ্ডপ্রাপ্ত। তাকে দেশে ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশ সরকার ভারতের কাছে ইতোমধ্যে প্রত্যর্পণের আবেদন করেছে। আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই তাকে দেশে ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ভারতের একটি সংবাদমাধ্যমে শেখ হাসিনাকে নিয়ে আদালতের অনুমতির প্রয়োজন হতে পারে- এমন খবর প্রসঙ্গে আমিনুল ইসলাম বলেন , সংবাদমাধ্যমটি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেনি, শেখ হাসিনা ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয়ে আছেন কি না বা ঠিক কী স্ট্যাটাসে সেখানে অবস্থান করছেন। তাই ওই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মন্তব্য করা ঠিক হবে না।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত স্পষ্টভাবে জানে না, শেখ হাসিনা ভারতে কোন স্ট্যাটাসে আছে ন। ফলে ভারতীয় আদালতের অনুমতি সংক্রান্ত বিষয়টি কী অর্থে বলা হয়েছে , সেটিও পরিষ্কার নয়। এ সময় সাংবাদিকরা ভারতের মেঘালয়ে সালাহউদ্দিন আহমেদের অবস্থান এবং পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়ার সঙ্গে শেখ হাসিনার বিষয়টির কোনো সম্পর্ক আছে কি না জানতে চাইলে চিফ প্রসিকিউটর বলেন , দুটি বিষয়ের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি জানান , সালাহউদ্দিন আহমেদকে ২০১৫ সালে বাংলাদেশ থেকে অপহরণ করে ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পরে ভারতের শিলংয়ে তাকে পাওয়া যায় এবং তার বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলায় তিনি খালাস পান। পরবর্তী সময়ে তিনি বাংলাদেশে ফিরে আসেন। এছাড়া জুলাই আন্দোলনে ভূমিকার অভিযোগে সাবেক মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরসহ সাত আসামির বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে পর্যাপ্ত সাক্ষ্য -প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে বলেও জানান চিফ প্রসিকিউটর। তিনি বলেন, জুলাই আন্দোলনে তাদের ভূমিকার কারণে প্রায় ১ হাজার ৪০০ মানুষ নিহত

এবং প্রায় ৩০ হাজার মানুষ পঙ্গুত্ববরণ করেছেন। এসব অপরাধের দায় আসামিদের নিতে হবে এবং ট্রাইব্যুনাল তাদের সর্বোচ্চ শাস্তি দেবেন বলে তারা প্রত্যাশা করছেন।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১৭.০৮.২০২৬ এলিনা)

উৎপাদন বাড়ানো গেলে পাটের দাম বাড়বে, কৃষক আরও উৎসাহিত হবে

চীনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কাজ করার কথা জানিয়ে বাণিজ্য , শিল্প এবং পাট ও বস্ত্রমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেন, দুই দেশের অভিজ্ঞতা ও সক্ষমতাকে একসঙ্গে কাজে লাগাতে পারলে বাংলাদেশের টেক্সটাইল খাতের রপ্তানি দ্বিগুণ করা সম্ভব। সোমবার (১৭ আগস্ট) রাজধানীর জেডিপিসি মিলনায়তনে চীন-বাংলাদেশ টেক্সটাইল অ্যান্ড ফ্যাশন কনফারেন্সে অংশ নিয়ে তিনি এসব কথা বলেন। এসময় মন্ত্রী চীনের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে বাংলাদেশের টেক্সটাইল ও ফ্যাশন খাতকে আরও শক্তিশালী করার প্রত্যাশা করেন। সম্মেলনে চীনে পাট রপ্তানি বাড়ানোর পরিকল্পনার কথাও জানান পাটমন্ত্রী। তিনি বলেন , চীনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে পাটপণ্যের উৎপাদন বাড়ানো গেলে পাটের দাম বাড়বে, একইসঙ্গে কৃষকও পাট চাষে আরও উৎসাহিত হবেন। মন্ত্রী জানান, টেক্সটাইল খাতের উন্নয়নে চীনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা ও গবেষণা আদান-প্রদান করা হবে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১৭.০৮.২০২৬ এলিনা)

সরকারের ১৮০ দিনের হানিমুন পিরিয়ড শেষ করেছি: শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন বলেছেন , "আমরা এ সরকারের ১৮০ দিনের হানিমুন পিরিয়ড শেষ করেছি। এই সময়ের মধ্যে আমরা বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নত করেছি।„ সোমবার (১৭ আগস্ট) কিউএস বাংলাদেশ ফোরাম -২০২৬ অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, "কিএস রেটিং উন্নত দেশগুলোর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে শুধু কেন করে? সার্কভুক্ত দেশের মধ্যে কেন না ? সেটা করলে আমরাও এগিয়ে থাকতাম। „ এহছানুল হক মিলন বলেন , "প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কেন এতদিনে পিএইচডি ডিগ্রি চালু করতে পারলেন না ? শেষ ২০ বছর আপনারা মুখ বন্ধ করে ছিলেন ?„ শিক্ষামন্ত্রী বলেন, "আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও অনেক গবেষক আছে , যারা অন্য দেশের বিনির্মাণে নিজের জ্ঞান ঢেলে দেয়। কিন্তু আমরা তাদের খুঁজে বের কর তে পারি না। এটা আমাদের ব্যার্থতা। এদিকে আমরা দৃষ্টি দিচ্ছি।„(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১৭.০৮.২০২৬ এলিনা)

চলতি বছরেই পে-স্কেল কার্যকর হবে : অর্থমন্ত্রী

সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য নতুন পে-স্কেল বাস্তবায়ন নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেছেন , চলতি বছরেই পে -স্কেল কার্যকর হবে এবং সরকার শিগ্ গিরই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানাবে। সোমবার (১৭ আগস্ট) অর্থ মন্ত্রণালয়ে পে কমিশন নিয়ে অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে এ তথ্য জানান মন্ত্রী। পে কমিশনের বিষয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন , পে-কমিশনের অনেকগুলো দিক আছে। সবগুলো বিবেচনা করছি। আজ আলোচনা হয়েছে। অধিকতর আলোচনার প্রয়োজন আছে। আমরা পরে আবার বসবো। পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আমির খসরু জানান , এ বছরই নতুন পে -স্কেল বাস্তবায়ন হবে। তবে পে -স্কেল হলে মূল্যস্ফীতি নিয়ে সরকার কী পদ্ধতি অবলম্বন করবে, তা ঘোষণার পর জানানো হবে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১৭.০৮.২০২৬ এলিনা)

চলতি অর্থবছরেই পাঁচ স্থানীয় সরকার নির্বাচন: মীর শাহে আলম

চলতি অর্থবছরের মধ্যেই সিটি করপোরেশন , পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদসহ পাঁচ স্তরের স্থানীয় সরকার নির্বাচন সম্পন্ন করা হবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম। সোমবার (১৭ আগস্ট) স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন দপ্তর , সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। মীর শাহে আলম বলেন , চলতি অর্থবছরের বাজেটে পাঁচটি নির্বাচন করার জন্য টাকা রাখা হয়েছে। সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদের জন্য এই অর্থ রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন (ইসি) প্রাথমিক প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমরা প্রাথমিকভাবে হিসাব করেছি আমাদের প্রায় ছয় হাজার কোটি টাকা কম -বেশি প্রয়োজন হবে এই পাঁচটি নির্বাচন সম্পন্ন করতে। নির্বাচন কমিশনের প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে নির্বাচন কমিশন, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং অর্থ বিভাগ, আমরা বসে সময়টি নির্ধারণ করবো বলেও জানান তিনি। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১৭.০৮.২০২৬ এলিনা)

বন্দনার রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এসেছে সরকার: প্রেস সচিব

দীর্ঘদিনের প্রচলিত ব্যক্তি বন্দনার রাজনীতি থেকে বর্তমান সরকার পুরোপুরি বেরিয়ে এসেছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ও তার কার্যালয়ের মুখপাত্র সালেহ শিবলী। তিনি বলেন , অতীতে আমরা দেখেছি, অনুষ্ঠানে কেউ এলে তাকে নিয়ে বন্দনা করতে করতে ১০-১৫ মিনিট সময় ব্যয় করা হতো। কিন্তু বর্তমান সরকার এই স্তুতির রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এসে একটি নতুন ধারার সূচনা করেছে। প্রধানমন্ত্রীর তেজগাঁও কার্যালয়ের শাপলা হলে

সোমবার প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং আয়োজিত জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের `১৮০ দিন পূর্তি, উপলক্ষ্যে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব বলেন, সারাবিশ্বেই নতুন সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর প্রথম ১০০ দিনকে `হানিমুন পিরিয়ড, বলা হয়। কিন্তু কোনো একটি সরকারি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে তার প্রাথমিক ফলাফল পেতে অন্তত ছয় মাস সময় লাগে। বর্তমান সরকার যেহেতু জনগণের সরকার , তাই জনগণের কাছে দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে এবং জনগণের জানার অধিকার নিশ্চিত করতেই আমরা ১৮০ দিনের মাথায় কাজের হিসাব তুলে ধরেছি। সরকারের বড়ো সাফল্যের কথা উল্লেখ করে সালেহ শিবলী বলেন, আমাদের সরকারের একটি বড়ো সাফল্য হলো নির্বাচ নি ইশতেহারের ৩১ দফার প্রতিটি ধরে ধরে বাস্তবায়ন করা। অতীতে নির্বাচ নি প্রতিশ্রুতি এভাবে ধরে ধরে বাস্তবায়নের কোনো নজির আমরা দেখিনি। রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তনের একটি উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, মানুষের দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষা ছিল রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন আসবে। বর্তমান সরকার সেই পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর হাম ও রুবেলার টিকা নিয়ে যে একটি অসহনীয় অবস্থা তৈরি হয়েছিল, তার দায় এই সরকারের ছিল না। তারপরও প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে সন্তান ও স্বজনহারা শোকাহত পরিবারগুলোর কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। কারণ , সরকার রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকলে নাগরিকদের প্রতি তার দায়দায়িত্ব থাকে। রাজনীতিতে এই জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতার সংস্কৃতি একটি বড় সফলতা। `কল্যাণমূলক রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যের কথা জানিয়ে প্রেস সচিব বলেন, সম্প্রতি কিশোরগঞ্জ সফরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমরা বাংলাদেশটিকে একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাই।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১৭.০৮.২০২৬ এলিনা)

ধ্বংসস্তূপ থেকে পরিকল্পিত পুনর্গঠনের পথে বাংলাদেশ : তথ্যমন্ত্রী

জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার প্রতিনিয়ত দেশবাসীর কাছে জবাবদিহি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন। তিনি বলেন, "সরকারের ৫ বছর মেয়াদের প্রথম ১৮০ দিন ছিল রাষ্ট্র ও সমাজের বিদ্যমান ধ্বংসস্তূপের জঞ্জাল পরিষ্কার করার পর্ব, যা ভবিষ্যৎ পরিকল্পিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের উপযোগী ও সুদৃঢ় ভিত্তি তৈরি করেছে"। আজ সোমবার সরকারের প্রথম ১৮০ দিনের কর্মকাণ্ড ও অগ্রগতি জনগণের সামনে তুলে ধরতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন। ব্রিফিংয়ে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, "২০২৪ সালের ৫ আগস্টের গণবিস্ফোরণ ও গণবিদ্রোহ ছিল দীর্ঘদিনের ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ২০২৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকে ঘিরে লাখো-কোটি মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল জনগণের সেই ক্ষোভের বিপরীতে ভবিষ্যৎ পুনর্গঠনের প্রত্যাশা ও স্বপ্নের রূপকার।" তিনি আরও বলেন, "একইভাবে ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর বাংলাদেশের গণতন্ত্রের দীর্ঘ সংগ্রামের প্রধান নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার প্রয়াণে মানুষের যে অভূতপূর্ব ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শন, তা ছিল জনগণের আরেকটি শক্ত প্রতীকী বার্তা। অর্থাৎ ৫ আগস্টের ক্ষোভ, ২৫ ডিসেম্বরের ভালোবাসা-আস্থা এবং ৩১ ডিসেম্বরের শ্রদ্ধা ও সংহতি-এই তিনটি ঘটনাই আজকের বাংলাদেশ পরিচালনায় আমাদের মূল অনুপ্রেরণা।" জহির উদ্দিন স্বপন বলেন, জনগণ তাদের দীর্ঘদিনের অপহৃত ভোটাধিকার ফিরে পেয়ে নির্বাচনের মাধ্যমে স্পষ্ট ম্যান্ডেট দিয়েছে এবং সেই ম্যান্ডেট নিয়েই তারেক রহমানের নেতৃত্বে সরকার পরিচালিত হচ্ছে। সরকার জানে যে জনগণের কাছে তাদের জবাবদিহিতার দায় রয়েছে। নিয়মিতভাবে জনগণের সামনে এসে কর্মকাণ্ড তুলে ধরা এবং সাংবাদিকদের সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মাধ্যমেই এই জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে। নতুন ভবন নির্মাণের উপমা দিয়ে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, "ধ্বংসস্তূপের ওপর নতুন ভবন নির্মাণের আগে জঞ্জাল পরিষ্কার করা আবশ্যক। ঠিক একইভাবে বিগত শাসনের রেখে যাওয়া ভঙ্গুর অর্থনীতি, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে পুনর্গঠন করতে হচ্ছে, যাতে আমাদের প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ঐতিহাসিক `আই হ্যাভ এ প্ল্যান, বাস্তবসম্মত ও টেকসই কর্মসূচিতে রূপ দেওয়া যায়।" তিনি বলেন, সরকারের প্রথম ১৮০ দিনের মূল লক্ষ্যই ছিল রাষ্ট্রকে নতুন কর্মসূচি বাস্তবায়নের পূর্ণ উপযোগী করে তোলা।প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষত চিহ্নিত করে তা মেরামত করা এবং ভবিষ্যৎ অগ্রযাত্রার পথ সুগম করাই ছিল এই পর্বের প্রধান চ্যালেঞ্জ। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৮.০৮.২০২৬ আসাদ)

মোংলা বন্দরের কাছে আকরাম পয়েন্টে এলএনজি স্টেশন করা হবে

নৌপরিবহণ, সড়ক পরিবহণ ও সেতু এবং রেলপথ মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম বলেছেন, মোংলা বন্দরের অদূরে আকরাম পয়েন্টে এলএনজি স্টেশন করা হবে। সেখান থেকে ২৩ কিলোমিটার পাইপলাইন টেনে গ্যাস মোংলায় আনা হবে। এরপর মোংলায় সেই গ্যাস দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র করা হবে। রোববার বিকেলে মোংলার স্থায়ী বন্দর বাসস্ট্যান্ডে পৌর বিএনপি আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। মোংলায় নৌপরিবহণ মন্ত্রীর আগমন উপলক্ষ্যে এ সংবর্ধনার আয়োজন করেন মোংলা পৌর বিএনপির সভাপতি ও সাবেক পৌর মেয়র মো. জুলফিকার আলী। নৌপরিবহণ মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে কাজ করছেন। রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনার আমূল পরিবর্তন করতে চান তিনি। আমরা জন-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করতে চাই। এটাই হচ্ছে বিএনপির রাজনীতি। তিনি বলেন, মোংলা নদীর উপর ১০ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু দ্রুত সময়ের মধ্যে

বাস্তবায়নে পরিকল্পনা রয়েছে। মোংলার বিশেষ অর্থনৈতিক জোনে অক্টোবরে কাজ শুরু হবে। এতে এখানকার ৬০ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে। তিনি আরও জানান, মোংলা বন্দরে নতুন জেটি নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মোংলা বন্দরে কোল্ড স্টোরেজ করা হবে এবং মোংলা হবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব। সরকার এ বিষয়ে কাজ করছে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৮.০৮.২০২৬ আসাদ)

BBC

RUSSIA AND UKRAINE TRADE MORE DEADLY STRIKES

Nine people have been killed and 23 injured, including a child, in Ukrainian strikes on Russia, local officials have said. Eight people were killed in the western Belgorod region bordering Ukraine in the past 24 hours. A woman died overnight in the southern Astrakhan region. Ukraine said two people were killed in Russian drone attacks on the north-eastern Sumy region, and another two in the eastern Donetsk region. The strikes come a night after what Russia described as the "largest-scale" attack by Ukraine this year, in which at least seven people were killed. Russian attacks on Ukraine also killed at least seven people and injured more than 39 on Saturday night. Russia launched its full-scale invasion of Ukraine in February 2022 and currently controls approximately a fifth of Ukrainian territory. The latest Ukrainian strikes burned a building and damaged a car in Belgorod's village of Koloskovo, acting regional Governor Alexandr Shuvaev said. (BBC News Web Page: 17/08/26, FARUK)

TRUMP ENVOY KUSHNER MEETS NETANYAHU AFTER HAMAS TALKS ON PEACE PLAN

US President Donald Trump's Middle East envoy Jared Kushner is meeting Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, the premier's spokesperson has told the BBC. Kushner arrived in Israel last night after holding talks with Hamas to discuss the implementation of the US-backed Gaza peace plan on Sunday. It comes after Kushner held rare talks with Hamas to discuss the implementation of the US-backed Gaza peace plan. Last week, Israel rejected Trump's 15-point plan, which also calls for Israeli troops to withdraw and for Gaza to be rebuilt under a new civilian Palestinian administration. The rejection came after Trump's Board of Peace said it had reached agreement for the "complete disarmament" of Hamas and other armed groups in Gaza last month. Eight Muslim countries issued a statement on Sunday condemning Israel's rejection. (BBC News Web Page: 17/08/26, FARUK)

TRUMP SAYS US TO REDUCE MILITARY DRILLS WITH SOUTH KOREA AFTER IT STAYED OUT OF IRAN WAR

President Donald Trump has said the US will "substantially reduce" joint military exercises with South Korea, citing his "very good relationship" with North Korea's leader Kim Jong Un. He also noted on Truth Social that South Korea had recently declined to join the US in the "denuclearization" of Iran. "These exercises are not only costly, with much of these costs paid for by the United States of America (as usual!), but send a signal that is totally inappropriate and hostile," Trump posted. Seoul said it was reviewing Trump's comments, adding it hoped a favourable relationship between Washington and Pyongyang could lead to meaningful talks. Pyongyang has not yet commented. Earlier, South Korea said the drills with the US would proceed "as scheduled". It comes after North Korea this month conducted ballistic missile tests banned by the United Nations.
(BBC News Web Page: 17/08/26, FARUK)

EBOLA OUTBREAK IN DR CONGO BECOMES DEADLIEST IN ITS HISTORY

The Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo is now the deadliest in its history, according to public health officials. A total of 2,325 people have been killed by the virus since it was declared on 15 May, surpassing the death toll of the country's 2018-2020 outbreak. The outbreak was already the fastest growing on record, UN humanitarian chief Tom Fletcher said last week, warning that "the epidemic is killing someone every 30 minutes". There is currently no approved vaccine available for the Bundibugyo species that has caused the current epidemic but several are in development, including one based on technology used to develop the AstraZeneca Covid-19 vaccine. DR Congo's Institute of Public Health on Sunday said it had recorded 4,945 confirmed cases, including 101 in the previous 24 hours. Comparatively few cases have been identified outside the country: as of 12 August, 20 cases were confirmed in neighbouring Uganda, while two people were treated in Germany and one case was declared in France.
(BBC News Web Page: 17/08/26, FARUK)

RECORD RAINS DRENCH SOUTH KOREAN CITY AS LANDSLIDE KILLS ONE

Torrential rains have pummelled South Korea's Gyeongsang province, triggering a landslide that killed one person and wounded two others. The landslide buried the first floor of an apartment building in the south-eastern city of Geoje on Monday morning. Rescuers pulled out three people, one of whom was later declared dead, local media report. This comes as record rainfall triggered by back-to-back storms caused widespread flooding and landslides in parts of China, Japan and the Philippines. Geoje city saw 124.5mm of rain in a one-hour period, the highest since South Korea's meteorological agency started keeping records for the city in 1972. Between Sunday and Monday, Geoje received more than 400mm of rain overnight. City authorities announced that some tourist attractions will be closed on Monday due to the heavy rain. (BBC News Web Page: 17/08/26, FARUK)

AID SHORTAGES AND FEARS OF STARVATION AS INDONESIA REELS FROM DEADLY EARTHQUAKE

There are hundreds of disaster victims in Dampek village - but only one doctor. When a 7.7 magnitude earthquake struck the Indonesian island of Flores on Saturday, this area was among the worst-hit. Health facilities were toppled, electricity networks cut, and after two days aftershocks still rattled the makeshift shelters while inside, medical supplies rapidly diminished. "I am the only doctor here with hundreds of victims. I truly cannot cope," read an urgent appeal from Dr Melinda, the sole physician at the now-decimated Dampek Health Centre, on Sunday. It is a problem that is playing out across Flores, as aid disruptions and ongoing tremors fuel fears among thousands of displaced survivors. Refugees are sleeping outdoors through sweltering days and frigid nights for fear that more buildings may collapse. Tents set up amid the rubble of collapsed hospitals are serving as makeshift emergency rooms for injured patients. (BBC News Web Page: 17/08/26, FARUK)

REFORM UK BENEFITS BAN FOR FOREIGN NATIONALS WOULD INCLUDE EU CITIZENS

Foreign nationals would be excluded from most benefits under a Reform UK government, the party has said. The ban, part of a proposed overhaul of Britain's benefits system, would include European Union (EU) nationals with settled status in the UK, meaning a renegotiation of the UK's Brexit deal with the EU. In a speech on Monday, the party's economy spokesman, Robert Jenrick, said: "The British taxpayer is acting as the welfare state for the world. That's unfair, we all know it." Reform claims the policy would save £21bn a year by its fifth year, but Labour insists the "vast majority" of migrants have no access to benefits and the Conservatives have dismissed the plans as "cobbled together". Jenrick said there had to be a change of approach to "restore fairness" to the welfare system.
(BBC News Web Page: 17/08/26, FARUK)

:: THE END ::